বিদ্বেষ ও ক্ষোভ

আল মদীনাতুল ইলমিয়া
[দা'ওয়াতে ইসলামী]

উপস্থাপনায়

আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল মদীনা (বাংলাদেশ)

www.dawateislami.net

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَارَسُوْلَ اللہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا حَبِیْبَ اللہ

কিতাবের নাম : বিদ্বেষ ও ক্ষোভ

উপস্থাপনায় : আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)

প্রকাশকাল : শা'বান ১৪৪০ হিজরী। এপ্রিল ২০১৯ ইং।

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল মদীনা (বাংলাদেশ)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

☞ ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফোন: ০১৯২০০৭৮৫১৭

☞ কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

☞ ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
ফোন: ০১৭২২৬৩৪৩৬২

Email:- bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com
Web: www.dawateislami.net

মাদানী অনুরোধঃ অন্য কারো এই কিতাবটি ছাপানোর অনুমতি নেই

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রিয় নবী ﷺ স্বয়ং দরূদ ও সালাম প্রেরণ করতেন	৫	আহলে বাইতের শত্রু দোযখী	২৫
কবর কালো সাপে ভরা ছিলো	৫	আরবীদের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণকারী শাফাআত থেকে বঞ্চিত	২৫
বাতেনী গুনাহের প্রতিকার খুবই জরুরী	৭	যে আরবীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলো সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলো	২৫
ক্ষোভ কাকে বলে?	৮		
মুসলমানের প্রতি ক্ষোভ রাখার শরয়ী বিধান	৯	আরবের প্রতি বিদ্বেষ কখন কুফর	২৬
ক্ষোভের ভয়াবহতা	৯	তিনটি কারণে আরবের প্রতি ভালবাসা পোষণ করো	২৬
পূর্ববর্তী উম্মতদের রোগ	১০		
ক্ষোভের ক্ষতি সমূহ	১১	আরবের কাফিরদের প্রতিও কি ভালবাসা পোষণ করতে হবে?	২৬
(১) ক্ষোভ এবং চুগলখোরী	১১		
(২) ক্ষমা হবে না	১২	আরববাসীরা আরবী নবীর সমগোত্রীয়	২৭
(৩) রহমত ও মাগফিরাত থেকে বঞ্চিত	১২	জ্ঞান ও জ্ঞানীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, কেননা ধ্বংস হয়ে যাবে	২৭
স্পর্শকাতর সিদ্ধান্তের রাত	১৩		
(৪) জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না	১৩	**আলিমে দ্বীনের সাথে অযথা বিদ্বেষ পোষণকারী অন্তরের রোগী এবং খারাপ বাতিনের অধিকারী**	২৮
(৫) ঈমান নষ্ট হওয়ার বিপদ	১৪		
(৬) দোয়া কবুল হয় না	১৫	ইমাম মা'যরীর প্রতি ইহুদী চিকিৎসকের হিংসা ও ক্ষোভ	২৮
(৭) দ্বীনদারী না হওয়া	১৫		
(৮) অন্যান্য গুনাহের দরজা খুলে যায়	১৬	আউলিয়ায়ে কিরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীর তাওবা	২৯
(৯) ক্ষোভ পরায়ন ব্যক্তি অশান্তিতে থাকে	১৭		
(১০) সমাজের শান্তি বিনষ্ট হয়ে যায়	১৭	মামার ইনফিরাদী কৌশিশ	৩১
তোমরা ভাই ভাই হয়ে থাকো	১৭	তোমাদের অন্তরে কারো জন্য ক্ষোভ ও বিদ্বেষ যেনো না থাকে	৩৩
মুসলমানরা তো একে অপরের নিরাপত্তা প্রদানকারী হয়ে থাকে	১৮		
		উত্তম কে?	৩৩
সংসার ত্যাগের কারণ	১৮	জান্নাতী লোক	৩৩
জীবনের পঠ পরিবর্তন হয়ে গেলো	২০	শরীরের পাশাপাশি অন্তরকেও পরিছন্ন রাখা আবশ্যক	৩৫
নিকৃষ্ট বিদ্বেষ ও ক্ষোভ	২২		
সাহাবায়ে কিরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কারার কঠিন শাস্তি	২২	আমি তোমাদের নিকট পরিছন্ন অন্তর নিয়ে যেনো আসি	৩৬
সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীর ভয়ানক পরিণাম	২৩	নিজের অন্তর দিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন	৩৭
		ক্ষোভের ছয়টি প্রতিকার	৩৭
সৈয়দ বংশীয়দের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের হাউজে কাওসারে চাবুক মারা হবে	২৪	(১) ঈমানদারদের প্রতি ক্ষোভ থেকে বাঁচার দোয়া করুন	৩৭

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
(২) কারণ দূর করুন	৩৮	(৪) পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন	৫৫
প্রথম কারণ: **রাগ**	৩৮	(৫) পরামর্শ বিদ্বেষ ও ক্ষোভকে নিশ্চিহ্ন করে থাকে	৫৬
রাগ সংবরণকারীদের জন্য জান্নতী হুর	৩৮		
দ্বিতীয় কারণ: **কু-ধারণা**	৩৯	(৬) কাউকে সংশোধন করার পদ্ধতি ভালবাসাপূর্ণ হওয়া উচিৎ	৫৬
তৃতীয় কারণ: **মদ্যপান ও জুয়া**	৪০		
চতুর্থ কারণ: **নেয়ামতের আধিক্য**	৪১	(৭) সম্পর্কের কথা চলাকালিন সম্পর্ক পাঠাবেন না	৫৭
বিদ্বেষ ও শত্রুতায় লিপ্ত হয়ে যাবে	৪১		
পস্পর বিদ্বেষ ও শত্রুতা গেঁড়ে বসে	৪২	(৮) অযথা নিরুৎসাহিত করবেন না	৫৭
(৩) সালাম ও করমর্দনের অভ্যাস গড়ে নিন	৪২	(৯) অপরকে ধমকাবেন না	৫৮
(৪) অযথা ভাবনা ছেড়ে দিন	৪৩	দূর থেকেই শর্ত প্রদর্শনকারী চাকর	৫৮
(৫) মুসলমানদেরকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসুন	৪৪	(১০) রূহানী চিকিৎসাও করুন	৫৮
		কারো প্রতি কারো বিদ্বেষ ও হিংসা হবে না	৬০
(৬) দুনিয়াবি বিষয়ের কারণে বিদ্বেষ ও ক্ষোভ পোষণ করা বিচক্ষণতা নয়	৪৪	জান্নাতবাসীদের মাঝে পরস্পরের প্রতি ক্ষোভ থাকবে না	৬০
নিজ সন্তানদেরও বিদ্বেষ ও ক্ষোভ থেকে বাঁচান	৪৫	**ক্ষোভ ও হিংসা কিভাবে অবশিষ্ট থাকতে পারে!**	৬১
ছোট বোনকে হত্যা করে ফেললো	৪৬	ক্ষোভের আরো কিছু ধরণ	৬১
যদি কেউ আমাদের প্রতি ক্ষোভ পোষণ করে তবে কি করা উচিৎ?	৪৭	উত্তম আমল	৬১
		যেনো আমরা ভুল ধারণায় না থাকি	৬২
মক্কা বিজয়ের দিন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে দিলেন	৪৮	**আমার প্রিয়দের প্রতি ভালবাসা এবং আমার শত্রুদের প্রতি শত্রুতাও রেখেছিলো কি?**	৬৪
বিদ্বেষ ও ক্ষোভ ভালবাসায় পরিবর্তন হয়ে গেলো	৫১	বদ মাযহাবীকে খাবার খাওয়ায়নি	৬৪
		এক অমুসলিম যখন আলা হযরতের শরীরের উপর হাত রাখলো!	৬৫
বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণকারী ইহুদী কিভাবে মুসলমান হলো?	৫২	বদ মাযহাবীদের সহচর্য ঈমানের জন্য প্রাণনাশক বিষতুল্য	৬৬
আপনার প্রতি আমার ক্ষোভ ছিলো	৫৩		
ক্ষোভ পোষাণকারী থেকেও উপকৃত হওয়া যায়	৫৪	বদ মাযহাবীদের থেকে দ্বীনি বা দুনিয়াবী শিক্ষা গ্রহণ না করা	৬৭
অপরকে নিজের প্রতি ক্ষোভ থেকে বাঁচানোর পদ্ধতি	৫৪		
		কিতাবের সারমর্ম	৬৮
(১) কারো কথাকে কেটে দেয়া থেকে বিরত থাকুন	৫৪	**ক্ষোভ পোষণকারীরা এই ক্ষতির সম্মুখীন হবে**	৬৮
		ক্ষোভের প্রতিকার	৬৮
(২) সমবেদনার সময় মুচকী হাসা থেকে বিরত থাকুন	৫৫	অপরকে নিজের প্রতি ক্ষোভ থেকে বাঁচানোর পদ্ধতি	৬৯
(৩) কারো ভুল চিহ্নিত করাতে সতর্ক থাকুন	৫৫	তথ্যসূত্র	৭০

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং দরূদ ও সালাম প্রেরণ করতেন

শাহজাদীয়ে কওনাঈন হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّسَلَّمَ وَاِذَا خَرَجَ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّسَلَّمَ অর্থাৎ **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন **মুহাম্মদে মুস্তফা** (অথাৎ নিজের) এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করতেন এবং যখন বের হতেন তখনও **মুহাম্মদে মুস্তফা** (অর্থাৎ নিজের) এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করতেন। (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুস সালাত, ১/৩৩৯, হাদীস নং- ৩১৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মসজিদে প্রবেশ করতে এবং বের হতেও **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করা উচিৎ, কেননা এটা সুন্নাত, প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: এ থেকে দু'টি মাসআলা জানা যায়, একটি হলো, মসজিদে যাওয়ার সময় দরূদ শরীফ পাঠ করা সুন্নাত। **শিফা শরীফে** রয়েছে যে, খালি ঘর এবং মসজিদে যাওয়ার সময় এটা পড়ুন: "اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ" দ্বিতীয়টি হলো, **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং নিজের প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করতেন, কখনো "صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّسَلَّمَ" এবং কখনো "صَلَّى اللّٰهُ عَلَيَّ وَسَلَّمَ" বলতেন। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/৪৫০)

কবর কালো সাপে ভরা ছিলো

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর খেদমতে কিছু লোক আতঙ্কগ্রস্থ অবস্থায় উপস্থিত হলো এবং আরয করলো: আমরা হজ্বের সৌভাগ্য

www.dawateislami.net

অর্জন করার জন্য বের হয়েছিলাম, আমাদের সাথে এক ব্যক্তিও ছিলো, যখন আমরা যাতুস সিফাহ[১] নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন সে ইন্তিকাল করলো। আমরা তার গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা করলাম অতঃপর তার জন্য কবর খনন করলাম এবং যখন তাকে দাফন করতে উদ্ধত হলাম, তখন দেখলাম যে, তার কবর কালো কালো সাপে ভর্তি হয়ে গেছে। আমরা সেই জায়গা ছেড়ে আরেক জায়গায় কবর খনন করলাম তখন দেখতেই দেখতেই তাও কালো কালো সাপে ভরে গেছে, অতএব তাকে তাতেও দাফন করিনি এবং আপনার নিকট উপস্থিত হয়ে গেলাম। হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: ذٰلِكَ الْغِلُّ الَّذِیْ تَغِلُّ بِهٖ اِنْطَلِقُوْا فَادْفِنُوْهُ فِیْ بَعْضِهَا অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে তার **ক্ষোভ**, যা সে তার মনে রাখতো। যাও! এবং তাকে এতে ই দাফন করে দাও।

(মওসুআতু ইবনে আবীদ দুনিয়া, কিতাবুল কুবুর, ৬/৭৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! হজ্বের সফরের মতো মহান সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরও বুকে **ক্ষোভের** কারণে সাপে ভরা কবরে দাফন হতে হলো। উল্লেখিত ঘটনায় আমাদের মতোদের জন্য শিক্ষাই শিক্ষা নিহীত, যাদের বাইরে তো খুবই পরিষ্কার ও পবিত্র দেখা যায় কিন্তু বাতিন **বিদ্বেষ ও ক্ষোভ** এবং বিভিন্ন নাপাকী দ্বারা কলুষিত। একটু ভাবুন তো! যদি আমাদের কবরেও এরূপ সাপ বিচ্ছু এসে যায় তবে আমাদের কি হবে? সুতরাং নিশ্বাসের বাঁধন ছিড়ে যাওয়া এবং তাওবা করার সুযোগ চলে যাওয়ার পূর্বেই আসুন! আমরা **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে নিজ নিজ গুনাহ সমূহ থেকে তাওবা করে নিই এবং আপন **রব তায়ালার** নিকট মুনাজাত করি যে,

সাঁপ লেপটে না মেরে লাশ সে, কবর মে কুছ না দেয় সাজা ইয়া রব!
নূরে আহমদ সে কবর রৌশন হো, ওয়াহশতে কবর সে বাঁচা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৭ পৃষ্ঠা)

---

১. এটি একটি জায়গার নাম, যা মক্কায়ে মুকাররমার বাইরে ইয়েমেনের দিকে অবস্থিত।
(ফতহুল বারী, ১৩/১৭৬)

www.dawateislami.net

আমরা কহরে কাহহার ও গযবে জাব্বার থেকে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বাতেনী গুনাহের প্রতিকার খুবই জরুরী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিছু গুনাহ প্রকাশ্য হয়ে থাকে, যেমন; **হত্যা, চুরি, গীবত, ঘুষ, মদপান** এবং কিছু গুনাহ অপ্রকাশ্য, যেমন; **হিংসা, অহঙ্কার, লৌকিকতা, কু-ধারণা**। যাই হোক! গুনাহ প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য, তা সম্পাদনকারী জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির অধিকারী হবে, তাই উভয় প্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক, কিন্তু অপ্রকাশ্য (বাতেনী) গুনাহ সমূহ থেকে বেঁচে থাকা প্রকাশ্য গুনাহের তুলনায় অধিক কষ্টকর, কেননা প্রকাশ্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা সহজ আর অপ্রকাশ্য (বাতেনী) গুনাহ সনাক্ত করা এই কারণে কষ্টকর যে, তা চোখে দেখা যায় না, তা শুধু অনুভব করা যায়। **খোদাভীরুতা** ও **পরহেযগারীতা** অর্জনে এবং আপন **রব তায়ালা**কে সন্তুষ্ট করতে আমাদেরকে প্রকাশ্যের পাশাপাশি অপ্রকাশ্যকেও (বাতেন) পরিছন্ন রাখার চেষ্টা অবশ্যই করা উচিৎ। অনেক অপ্রকাশ্য (বাতেনী) গুনাহের মধ্যে একটি হচ্ছে **"বিদ্বেষ ও ক্ষোভ"**। এর ধ্বংসলীলা থেকে বাঁচার জন্য আমাদের জানা উচিৎ যে, **ক্ষোভ** কাকে বলে? এর ক্ষতি কি? কোন **ক্ষোভ**টি অধিক মন্দ? এর প্রতিকার কিভাবে হতে পারে? কার প্রতি **ক্ষোভ** রাখা ওয়াজিব? আমাদের এমন কি করা উচিৎ যে, কারো অন্তরে আমাদের জন্য **ক্ষোভ** সৃষ্টি যেনো না হয়? অধ্যয়নরত কিতাবটির নাম শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **"বিদ্বেষ ও ক্ষোভ"** রেখেছেন, এই কিতাবে **ক্ষোভ** সম্পর্কে সেই প্রকৃতিরই তথ্য প্রদান করার চেষ্টা করা হয়েছে, স্বভাবতই অনেক মাদানী ফুলও

www.dawateislami.net

তার সুগন্ধি ছড়াচ্ছে। এই কিতাবটি ভালভাবে মনযোগ দিয়ে কমপক্ষে তিনবার পড়ুন এবং নিজের সংশোধনের চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে যান।

(সংশোধন মূলক কিতাব বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ)

গুনাহোঁ নে কাহিঁ কা ভি না ছোড়া করম মুঝ পর হাবীবে কিবরিয়া হো
গুনাহোঁ কি ছুটে হার এক আ'দত সুধর জাওঁ করম ইয়া মুস্তফা হো

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৬৫ পৃষ্ঠা)

আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।

اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ক্ষোভ কাকে বলে?

অন্তরে শত্রুতাকে পুষে রাখা এবং সুযোগ পেতেই তা প্রকাশ করাকে **ক্ষোভ** বলা হয়। (লিসানুল আরাবী, ১/৮৮৮) হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"ইহইয়াউল উলুমে" ক্ষোভের** সংজ্ঞা এই শব্দগুচ্ছ দ্বারা লিখেন: اَلْحِقْدُ: اَنْ يُّلْزِمَ قَلْبَهُ اِسْتِثْقَالَهُ وَالْبُغْضَةَ لَهُ وَالنِّفَارَ عَنْهُ وَاَنْ يَّدُوْمَ ذٰلِكَ وَيَبْقٰى অর্থাৎ **ক্ষোভ** হলো, মানুষ তার অন্তরে কাউকে বোঝা মনে করা, তার প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ রাখা, ঘৃণা করা এবং এই অবস্থা সর্বদা অবশিষ্ট থাকা।

(ইহইয়াউল উলুম, ৩/২২৩)

যেমন; কোন কোন ব্যক্তি এমন, যার খেয়াল আসতেই আপনার মনে একটি বোঝা অনুভব হয়ে থাকে, ঘৃণার এই বান মন ও মননে বয়ে যায়, সে সামনে এসে গেলে সাক্ষাত করতে দ্বিধা হয় এবং মুখে, হাতে বা যেকোন ভাবে তার ক্ষতি করার সুযোগ পেলেই তা হাত ছাড়া করে না, তবে বুঝে নিন যে, আপনি এই ব্যক্তির প্রতি **ক্ষোভ** রাখেন এবং যদি এরূপ কোন বিষয় নয় বরং এমনিতেই সাক্ষাত করতে মন চায় না, তবে তা **ক্ষোভ** নয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মুসলমানের প্রতি ক্ষোভ রাখার শরয়ী বিধান

মুসলমানের প্রতি শরীয়ত পরিপন্থি কারণে **বিদ্বেষ ও ক্ষোভ** রাখা হারাম। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৬/৫২৬) অর্থাৎ কেউ না আমাদের প্রতি অত্যাচার করেছে আর না আমাদের প্রাণ ও সম্পদ ইত্যাদির কোন অধিকার ক্ষুন্ন করেছে, তবুও আমরা যদি তার প্রতি **ক্ষোভ** রাখি তবে তা নাজায়িয ও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ ◈ আর যদি কেউ আমাদের প্রতি অত্যাচার করলো বা আমাদের কোন অধিকার ক্ষুন্ন করলো, যার কারণে আমরা তার প্রতি অন্তরে **ক্ষোভ** রাখি তবে তা হারাম নয় ◈ অতঃপর যদি আমরা তার থেকে প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা না রাখি তবে তার থেকে নিজের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য হাশরের দিনের অপেক্ষা করতে পারবো, কিন্তু দুনিয়াতেই ক্ষমা করে দেয়া উত্তম ◈ আর যদি প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা রাখি তবে তার থেকে সেই রকমই প্রতিশোধ নেয়া যাবে যতটুকু সে আমাদের উপর অত্যাচার করেছে বা সম্পদ ইত্যাদিতে আমাদের অধিকার ক্ষুন্ন করেছে ◈ কিন্তু এই অবস্থায়ও যদি আমরা তাকে ক্ষমা করে দিই তবে অধিক সাওয়াবের অধিকারী হবো ◈ আর যদি ক্ষমা করে দেয়া অবস্থা এই আশঙ্কা হয় যে, এই ব্যক্তি আরো সাহস পাবে এবং সে আমাদের প্রতি বা অন্য কারো প্রতি আরো বেশি অত্যাচার করবে তখন এই অবস্থায় প্রতিশোধ নেয়া ক্ষমা করে দেয়া থেকে উত্তম।

(আত তরীকায়ে মাহমুদীয়া মাআল হাদীকাতুন নাদীয়া, ৩/৮৬)

বিঃদ্রঃ- এই কিতাবে যেখানেই **ক্ষোভের** নিন্দা করা হয়েছে, সেখানে নাজায়িয **ক্ষোভই** উদ্দেশ্য।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ক্ষোভের ভয়াবহতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ক্ষোভ সেই মারাত্মক বাতেনী রোগ, যাতে লিপ্ত ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতির সম্মূখীন হয়ে থাকে এবং এর ক্ষতিকর প্রভাবে

www.dawateislami.net

তার আশেপাশে থাকা লোকেরাও বাঁচতে পারে না আর এভাবে এই রোগ প্রসার হয়ে সমাজের শান্তি নষ্ট করে দেয়। বংশীয় শত্রুতা শুরু হয়ে যায়, একে অপরের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতে শুরু করে, অপমান ও অপদস্ত করা এবং আর্থিক ক্ষতি করার চেষ্টা করে থাকে, আপন মুসলমান ভাইয়ের কল্যাণ কামনা করার পরিবর্তে তার ক্ষতি করার চেষ্টা করা হয়, তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হয়, যার কারণে ফিতনা ফ্যাসাদের জন্ম নেয়। বর্তমানে এর উদাহরণ একেবারে প্রকাশ্যভাবে দেখা যায়। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের সবাইকে এই মারাত্মক রোগ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পূর্ববর্তী উম্মতদের রোগ

মনে রাখবেন যে, **বিদ্বেষ ও ক্ষোভ** নতুন সৃষ্ট নয় বরং অনেক পুরোনো রোগ, আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরাও এর শিকার হয়েছিলো। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ হচ্ছে: "অতি শীঘ্রই আমার উম্মতদের পূর্ববর্তী উম্মতের রোগ সংক্রমিত হবে।" সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: "পূর্ববর্তী উম্মতের রোগ কি?" তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "অহঙ্কার করা, গর্ব করা, একে অপরের গীবত করা এবং দুনিয়ায় একে অপরের উপর প্রাধান্য লাভ করা চেষ্টা করা, তাছাড়া পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করা, কৃপণতা করা, এমনকি তা অত্যাচারে পরিবর্তন হয়ে যায় অতঃপর ফিতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়ে যায়।" (আল মু'জামুল আওসাত, ৬/৩৪৮, হাদীস নং-৯০১৬)

গুনাহোঁ সে মুঝ কো বাঁচা ইয়া ইলাহী!
বুড়ি আ'দতেঁ ভি ছোড়া ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ক্ষোভের ক্ষতি সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনের মাঝে লালিত **ক্ষোভ** দুনিয়া ও আখিরাতে কিরূপ ক্ষতির কারণ হয়! তার কিছু ঝলক পর্যবেক্ষণ করুন।

(১) ক্ষোভ এবং চুগলখোরী

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّ النَّمِيْمَةَ وَالْحِقْدَ فِي النَّارِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِيْ قَلْبِ مُسْلِمٍ অর্থাৎ নিশ্চয় **ক্ষোভ** ও চুগলখোরী জাহান্নামেই রয়েছে, এই দু'টি কোন মুসলমানের অন্তরে জমা হতে পারে না।

(আল মু'জামুল আওসাত, ৩/৩০১, হাদীস নং-৪৬৫৩)

আল্লাহ তায়ালা হিফাযত করুন! জাহান্নামের আযাব এমন ভয়ঙ্কর এবং ভয়াবহ যে, আমরা কল্পনাও করতে পারবো না, অনেক হাদীসে মুবারাকা ও বর্ণনায় এই বিষয়টি বিদ্যমান যে, দোযখীদেরকে অপমান ও অপদস্থ করা অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে, সেখানে দুনিয়ার আগুনের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি আগুন হবে, যা চামড়াকে জ্বালিয়ে কয়লা বানিয়ে দিবে, হাঁড়গুলোকে সুরমা বানিয়ে দিবে, এর অত্যধিক ধোঁয়ার কারণে দম বন্ধ হয়ে যাবে, এতই অন্ধকার হবে যে, হাতকে হাতই মনে হবে না, ক্ষুধা ও তিষ্ণায় কাতর শিখলে আবদ্ধ জাহান্নামিদের যখন পান করার জন্য ফুটন্ত দূর্গন্ধযুক্ত পুঁজ দেয়া হবে, তখন তা মুখের নিকট করতেই এর তাপে মুখের চামড়া ঝরে যাবে, খাওয়ার জন্য কাঁটাযুক্ত ফল দেয়া হবে, লোহার বড় বড় হাতুড়ী দিয়ে তাকে পেটানো হবে। এমনই অসংখ্য বিষাদময় কষ্টে পরিপূর্ণ জায়গা হবে, যেখানে অন্যান্য গুনাহগারের পাশাপাশি **ক্ষোভ** পরায়ন ও চুগলখোড়ও যাবে।

আমরা কহরে কাহহার ও গযবে জাব্বার থেকে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(২) ক্ষমা হবে না

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার মানুষের আমলনামা উপস্থাপন করা হয়, অতঃপর **বিদ্বেষ ও ক্ষোভ** পরায়ন দুই ভাই ছাড়া অন্য সকল মুমিনদের ক্ষমা করে দেয়া হয়ে থাকে এবং বলা হয়: اُتْرُكُوْا اَوِ ارْكُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَفِيْئَا অর্থাৎ তাদের দুইজনকে তাদের মত থাকতে দাও, যতক্ষণ না তারা সেই বিদ্বেষ থেকে ফিরে আসে।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ১৩৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫৬৫)

মুসলমানদের প্রতি **ক্ষোভ** নিজের বুকে পালনকারীদের অশ্রু বিসর্জন করা দরকার, কেননা **আল্লাহ তায়ালার** পক্ষ থেকে প্রত্যেক সোম এবং বৃহস্পতিবার ক্ষমার সমন বন্টন হয়ে থাকে, কিন্তু **ক্ষোভ** পালণকারী নিজের অন্তরের রোগের কারণে ক্ষমা প্রাপ্ত সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বঞ্চিত রয়ে যায়!

তুঝে ওয়াসতা সারে নবীয়োঁ কা মাওলা,
মেরী বখশ দেয় হার খতা ইয়া ইলাহী! **(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৯ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩) রহমত ও মাগফিরাত থেকে বঞ্চিত

আল্লাহ তায়ালার প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ তায়ালা** শা'বান মাসের পনের তারিখ রাতে আপন বান্দাদের প্রতি (আপন কুদরতের শান অনুযায়ী) তাজাল্লী দান করেন, মাগফিরাত প্রার্থনাকারীদের মাগফিরাত করে দেন এবং দয়া প্রার্থনাকারীদের দয়া করে আর **ক্ষোভ** পোষণকারীদের তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেন।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিস সিয়াম, ৩/৩৮২, হাদীস নং- ৩৮৩৫)

www.dawateislami.net

স্পর্শকাতর সিদ্ধান্তের রাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এটাও ইরশাদ করেছেন যে, শা'বানের পনের তারিখ রাতে মৃত্যুবরণকারীদের নাম এবং মানুষের রিযিক ও (এই বছর) হজ্ব সম্পাদনকারীদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়।

(তাফসীরে দুররে মনসুর, ৭/৪০২, সূরা দুখান, ৫নং আয়াতের পাদটিকা)

একটু ভাবুন তো যে, শা'বানুল মুয়াযযমের পনের তারিখ রাত কতই না স্পর্শকাতর! জানিনা কার ভাগ্যে কি লিখা হবে! এরূপ গুরুত্বপূর্ণ রাতেও **ক্ষোভ** পোষণকারীরা ক্ষমা ও মাগফিরাতের খয়রাত থেকে বঞ্চিত রয়ে যায়।

বানা দেয় মুঝে নেক নেকোঁ কা সদকা
গুনাহোঁ সে হারদম বাঁচা ইয়া ইলাহী! **(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(৪) জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না

হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ খলিফা হারুনুর রশিদকে একবার উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: "হে অনিন্দ্য সুন্দর চেহারার অধিকারী! স্মরণ রেখো! কাল কিয়ামতের দিন **আল্লাহ তায়ালা** তোমার নিকট সৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। যদি তুমি চাও যে, তোমার এই সুন্দর চেহারা জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে যায় তবে কখনোই সকাল বা সন্ধ্যা এই অবস্থায় করো না যে, তোমার অন্তরে কোন মুসলমান সম্পর্কে **ক্ষোভ** বা বিদ্বেষ থাকে। নিশ্চয় **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنۡ اَصۡبَحَ لَهُمۡ غَاشًّا لَمۡ يَرِحۡ رَائِحَةَ الۡجَنَّةِ"

www.dawateislami.net

অর্থাৎ যে এই অবস্থায় সকাল করলো যে, সে **ক্ষোভ** পোষণ করে তবে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/১০৮, হাদীস নং-১১৫৩৬)

আফউ কর অউর সদা কে লিয়ে রাজি হো জা
গর করম কর দেয় তো জান্নাত মে রহোঁ গা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৫) ঈমান নষ্ট হওয়ার বিপদ

ঈমান একটি অমূল্য সম্পদ এবং একজন মুসলমানের জন্য ঈমানের নিরাপত্তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছুই হতে পারে না, কিন্তু যদি সে বিদ্বেষ ও হিংসায় লিপ্ত হয়ে যায় তবে ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার আশঙ্কা রয়েছে, যেমনটি **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: دَبَّ اِلَيْكُمْ دَاءُ الْاُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا اَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে পূর্ববর্তী উম্মতের রোগ হিংসা ও বিদ্বেষ সংক্রমণ করেছে, তা মুন্ডনকারী, আমি এটা বলছি না যে, তা চুল মুন্ডনকারী বরং তা দ্বীনকে মুন্ডিয়ে দেয়। (সুনানে তিরমিযী, কিতাবু সিফতিল কিয়ামাতি, ৪/২২৮, হাদীস নং-২৫১৮)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: এমনভাবে যে, দ্বীন ও ঈমানকে মূলৎপাটন করে দেয়, কখনো মানুষ বিদ্বেষ ও হিংসায় ইসলামকেই ছেড়ে দেয়, শয়তানও এই দু'টি রোগেই আক্রান্ত ছিলো। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৬১৫)

মুসলমান হে আত্তার তেরি আতা সে,
হো ঈমান পর খাতিমা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৬) দোয়া কবুল হয় না

হযরত সায়্যিদুনা ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: তিন ব্যক্তি এমন, যাদের দোয়া কবুল হয়না: (এক) হারাম খোড় (দুই) অধিকহারে গীবতকারী এবং (তিন) সেই ব্যক্তি, যার অন্তরে আপন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি **ক্ষোভ** বা হিংসা বিদ্যমান। (দুররাতুন নাসীহিন, ৭০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দোয়া হলো আপন **রব তায়ালা**র নিকট নিজের চাহিদা প্রার্থনা করার অনন্য ওসীলা, এর মাধ্যমেই বান্দা নিজের মনের আশা বা আখিরাতের ভান্ডার পেয়ে থাকে, কিন্তু **ক্ষোভ** পরায়ন তার **ক্ষোভে**র কারণে দোয়া কবুল হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

মে মাঙ্গতা তু দেনে ওয়ালা, ইয়া আল্লাহ মেরি ঝুলি ভর দেয়।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৭) দ্বীনদারী না হওয়া

হযরত সায়্যিদুনা হাতিম আছাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: **ক্ষোভ** পরায়ণ ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারে না, মানুষের প্রতি দোষ লেপনকারী একনিষ্ঠ ইবাদতকারী হয় না, চুগলখোড়ের নিরাপত্তা নসীব হয় না এবং হিংসুককে সাহায্য করা যায় না। (মিনহাজুল আবেদীন, ৭৫ পৃষ্ঠা)

জানা গেলো যে, যদি কোন ব্যক্তি **ক্ষোভ**, দোষ অন্বেষণ, চুগলখোরী এবং হিংসায় লিপ্ত হয় তবে তাকে মুত্তাকী ও পরহেযগার বলার অধিকার নাই, প্রকাশ্যভাবে সে যতই সুন্দর আচরণের অধিকারী হোক না কেনো। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের প্রকাশ্য ও গোপনে নেককার হওয়ার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৮) অন্যান্য গুনাহের দরজা খুলে যায়

রাগ থেকে **ক্ষোভে**র জন্ম নেয় এবং **ক্ষোভে**র কারণে আটটি মারাত্মক বিষয় জন্ম নেয়: এর মধ্যে **একটি** হলো যে, **ক্ষোভ** পরায়ন ব্যক্তি হিংসা করবে অর্থাৎ কারো কষ্টে খুশি হবে এবং তার খুশিতে কষ্ট পাবে। **দ্বিতীয়টি** হলো, অন্যের বিপদ আসলে খুশি প্রকাশ করবে। **তৃতীয়টি** হলো, গীবত, মিথ্যা এবং অশ্লিল বাক্য দ্বারা তার গোপনীয়তা প্রকাশ করে দিবে। **চতুর্থটি** হলো, কথা বলা ছেড়ে দিবে এবং সালামের উত্তর দিবে না। **পঞ্চমটি** হলো, তাকে ঘৃণার দৃষ্টি দেখবে এবং তা সাথে উচ্চ স্বরে কথা বলবে। **ষষ্টটি** হলো, তাকে ঠাট্টা করবে। **সপ্তমটি** হলো, তার অধিকার ক্ষুন্ন করবে এবং যথাযত সম্পর্ক রক্ষা করবে না অর্থাৎ প্রতিবেশির সাথে উদারতা প্রদর্শন করবে না এবং আত্মীয়ের হক আদায় করবে না আর তাদের সাথে ন্যায় বিচার করবে না ও ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করবে না। **অষ্টমটি** হলো, যখন তার উপর প্রাধান্য লাভ করবে তখন তার ক্ষতি করবে এবং অপরকেও তার ক্ষতি করার জন্য উদ্ভুদ্ধ করবে। যদি কেউ অনেক দ্বীনদার হয় এবং গুনাহ থেকে দূরে থাকে তবে এতটুকু তো অবশ্যই করবে যে, তার প্রতি যে দয়া প্রদর্শন করতো তা বন্ধ করে দিবে এবং সাথে মমতা সূলভ আচরণ করবে না আর কাজে মন দিবে না ও তার সাথে **আল্লাহ তায়ালা**র যিকিরে অংশগ্রহণ করবে না এবং তার প্রশংসাও করবে না ও এই সকল বিষয় মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত ও তার ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। (কিমিয়ায়ে সা'দাত, ২/৬০৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **ক্ষোভে**র কারণে মানুষ অন্যান্য গুনাহ এবং পাপাচারের চোরাবালিতে কিভাবে ফেঁসে যেতে থাকে!

গুনাহোঁ নে মেরী কমড় তোড় ডালি
মেরা হাশর মে হোগাঁ কিয়া ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৯) ক্ষোভ পরায়ন ব্যক্তি অশান্তিতে থাকে

ক্ষোভ পরায়ন ব্যক্তির রাত দিন যাতনায় অতিবাহিত হয় এবং সে সাহস হারা হয়ে যায়। অপরের পথরোধ করে এবং নিজেও সফলতা থেকে বঞ্চিত রয়ে যায়। ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "اَقَلُّ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا رَاحَةً الْحَسُوْدُ وَالْحَقُوْدُ" অর্থাৎ দুনিয়ায় **ক্ষোভ** পরায়ন ও হিংসুকরা সবচেয়ে কম শান্তি পায়।

(তাম্বিহুল মুগতারীন, ১৮৪ পৃষ্ঠা)

সকল মানুষ শান্তির অন্বেষণে থাকে কিন্তু মূর্খ **ক্ষোভ** পরায়ন ব্যক্তি জানেও না যে, শান্তি পথরোধকারী বিষয়টি তো সে নিজের বুকে ধারণ করে আছে, এমতাবস্থায় মনের প্রশান্তি কিভাবে নসীব হবে!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১০) সমাজের শান্তি বিনষ্ট হয়ে যায়

যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমাজের শান্তি বিনষ্ট করাতে **ক্ষোভে**রও একটি বড় ভূমিকা রয়েছে, এটি ভাইকে ভাইয়ের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত করে দেয়, বংশীয় প্রতিষ্ঠান নষ্ট করে দেয়, একটি ক্ষতিকে আরেকটি ক্ষতির বিরোধী বানিয়ে দেয় এবং তা শরীয়ত নিয়ম বহির্ভূত, কেননা মুসলমানদের তো ভাই ভাই হয়ে থাকার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

তোমরা ভাই ভাই হয়ে থাকো

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَاتَحَاسَدُوْا وَلَا تُبَاغِضُوْا وَلَا تُدَابِرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ اِخْوَانًا অর্থাৎ পরস্পর হিংসা করো না, পরস্পরের মাঝে বিদ্বেষ ও শত্রুতা রেখো না, অবর্তমানে একে অপরের দোষ বর্ণনা করো না এবং হে **আল্লাহ তায়ালা**র বান্দা! ভাই ভাই হয়ে যাও।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদব, ৪/১১৭, হাদীস নং-৬০৬৬)

www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: অর্থাৎ কু-ধারণা, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি ঐ বিষয়, যার কারণে ভালবাসা ছিন্ন হয়ে যায় এবং ইসলামী ভাতৃত্বের বন্ধন ভালবাসা চায়, সুতরাং এই দোষগুলো ছেড়ে দাও, যাতে ভাই ভাই হয়ে যাও। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৬০৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুসলমানরা তো একে অপরের নিরাপত্তা প্রদানকারী হয়ে থাকে

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا অর্থাৎ নিশ্চয় মুমিনের জন্য মুমিনের উদাহরণ হলো ইমারতের ন্যায়, যার একটি অংশ আরেকটি অংশকে শক্তিশালী করে। (সহীহ বুখারী, কিতাবুস সালাত, ১/১৮১, হাদীস নং-৪৮১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সংসার ত্যাগের কারণ

যখন হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দুনিয়া বর্জনকারী (সংসার ত্যাগী) হয়ে যান, তখন হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন: সংসার ত্যাগী হওয়াতে সৃষ্টি আপনার ফয়েয ও বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে! তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এই উত্তরে নিম্ন লিখিত দু'টি শের পাঠ করেন:

ذَهَبَ الْوَفَاءُ ذِهَابَ اَمْسِ الذَّاهِبِ وَالنَّاسُ بَيْنَ مُخَايِلٍ وَّمَآرِبِ

يُفْشُوْنَ بَيْنَهُمُ الْمَوَدَّةَ وَالْوَفَا وَقُلُوْبُهُمْ مَحْشُوَّةٌ بِعَقَارِبِ

অর্থাৎ বিশ্বস্ততা কোন একটি গতকালের ন্যায় চলে গেছে এবং মানুষ নিজের খেয়াল ও চাহিদায় পতিত হয়ে গেলো। মানুষ তো এভাবে একে অপরের সাথে

www.dawateislami.net

ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা প্রকাশ করতো কিন্তু তাদের অন্তর একে অপরের বিদ্বেষ ও **ক্ষোভের** বিচ্ছুতে পরিপূর্ণ! (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ৬৬ পৃষ্ঠা)

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই ঘটনাটি উদ্ধৃত করার পর লিখেন: **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা শুনলেন তো! সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ মানুষের মুনাফিক সূলভ আচরনে অতিষ্ট হয়ে একাকিত্বে চলে যান। সেই পবিত্র যুগেও যখন এই অবস্থা ছিলো তবে এখন তো যে অবস্থা বিরাজমান এর অভিযোগ কাকে দিবেন। আহ! বর্তমানে তো অধিকাংশ লোকের অবস্থাই আশ্চার্যজনক হয়ে গেছে, যখন পরস্পর সাক্ষাত হয় তখন একে অপরের সাথে খুবই সম্মানের সহিত সাক্ষাত করে এবং খুবই আন্তরিকভাবে অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে, সর্বোচ্চ পর্যায়ের আদর ও আপ্যয়ন করে, কখনো ঠান্ডা পানীয় পান করিয়ে সন্তুষ্ট করা হয় তো কখনো চা পান করিয়ে, পান খাইয়ে মুখ লাল করিয়ে দেয়। প্রকাশ্যে হেসে হেসে সুন্দরভাবে কথাবার্তা কিন্তু নিজের মনে তার সম্পর্কে বিদ্বেষ পোষণ করে।

(গীবত কি তাবাকারিয়াঁ, ১২৮ পৃষ্ঠা)

জাহির ও বাতিন হামারা এক হো,
ইয়ে করম ইয়া মুস্তফা ফরমায়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিদ্বেষ ও ক্ষোভ এবং বিভিন্ন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুনাহ থেকে বাঁচার প্রেরণা পেতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ কোন মহান নেয়ামতের চেয়ে কম নয়, এর সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এর সাথে সম্পৃক্তদের জীবনে আশ্চার্যজনক পরিবর্তন বরং মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়ে যায়। এপ্রসঙ্গে একটি মাদানী বাহার পর্যবেক্ষণ করুন।

জীবনের পট পরিবর্তন হয়ে গেলো

লুধরাঁ (পাঞ্জাব) এর নাওয়াহি এলাকার সুই ওয়ালার অধিবাসী ইসলামী ভাইয়েরা লিখিত বর্ণনা কিছুটা এরূপ: আমি নিত্য নতুন ফ্যাশনের চোরাবালিতে এবং সিনেমা নাটকের প্রতি এতই আগ্রহী ছিলাম যে, আমাদের এলাকায় মিনি সিনেমা চালানো ওয়ালারাও আমাকে জিজ্ঞাসা করে কারে সিনেমা আনতো। প্রতিটি নতুন গান আমাদেরই দর্জির দোকানেই শুনা যেতো। আমি কু-দৃষ্টি এবং খারাপ সিনেমা দেখার মন্দ অভ্যাসেও লিপ্ত ছিলাম। সম্ভবত ১৯৯৩ সালের কথা, আমি কোন কাজে বাবুল মদীনা করাচী গেলাম, তখন মামাতো ভাইয়ের সাথে কৌরঙ্গীতে (সাড়ে তিন) অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করি, কিন্তু নিজের সময় ঘুরাফেরা করেই আমাদের ফিরে এলাম, সুতরাং আমার আচার আচরণে বিশেষ কোন পরিবর্তন হতে পারেনি, এতটুকু হয়েছে যে, আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে ভালবাসতে লাগলাম। অতঃপর **আল্লাহ তায়ালা**র দয়া হলো যে, আমাদের এলাকায় লুধরাঁ থেকে তিনদিনের একটি মাদানী কাফেলা এলো। মাদানী কাফেলায় অংশগ্রহণকারী আশিকানে রাসূলের ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে আমিও তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়্যত করে নিলাম। বৃহস্পতিবার যাত্রার কথা ছিলো কিন্তু আমি কোন অপারগতার কারণে সফর করতে পারিনি, কিন্তু লুধরা গিয়ে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ অবশ্যই করি। যখন আমি ইজতিমায় পৌঁছি তখন ভাব গাম্ভির্যপূর্ণ হচ্ছিলো, দোয়ার জন্য বসতেই আমার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত লাগলো এবং মন থেকে গুনাহের আবর্জনা পরিষ্কার হতে শুরু হতে লাগলো। পরবর্তি বহস্পতিবার আমরা প্রায় ২০জন ইসলামী ভাই সাপ্তাহিক ইজতিমায় যায়, এভাবে আমাদের এলাকা থেকে ইজতিমায় আসা যাওয়া শুরু হয়ে গেলো। মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান শরীফে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইজমায়ও আমাদের এলাকা থেকে বাস গিয়েছিলো। মাদানী পরিবেশের বরকতে আমি শুধু সিনেমা

www.dawateislami.net

দেখা ছেড়ে দিলাম না বরং গানের ক্যাসেট গুলোতেও বয়ান রেকর্ড করিয়ে নিলাম, যার কারণে আমার বড় ভাই রাগও করেছিলো কিন্তু আমি কৌশলে ব্যবস্থা নিয়েছিলাম।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার মাদানী পরিবেশে আসার বরকতে আব্বাজান এবং বড় ভাইও চেহারায় দাঁড়ি শরীফ সাজিয়ে নিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি মাদানী কাফেলায় সফর করতে থাকি এবং আমার এলাকায় মাদানী কাজ করার চেষ্টা করতে থাকি, এভাবেই একে একে এলাকার অনেক ইসলামী ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। অতঃপর আমার বিবাহও মাদানী পরিবেশের ব্যবস্থাপনায় হয়, নাচ গানের স্থানে নাত এবং সুন্নাতে ভরা বয়ান হয় এবং বরযাত্রীরাও নাত পড়তে পড়তে যাত্রা করে। আমার পরিচিতরা এবং আত্মীয়-স্বজনরা আশ্চার্য প্রকাশ করছে যে, আমরা এরূপ বিয়ে প্রথম দেখলাম। বিবাহের কিছুদিন পর আমার আরেক ভাই যে অনেক ফ্যাশনেবল ছিলো সেও অনাড়ম্বরতা অবলম্বন করে নিলো এবং চেহারায় দাঁড়ি শরীফ সাজিয়ে নিলো। যখন আমার পিতা ইন্তিকাল করেন, তখন এত বেশি ইসালে সাওয়াব করা হলো যে, শুনে সবাই আশ্চার্য হয়ে গেলো, আমরা জীবনে এত ইসালে সাওয়াব কারো জন্য শুনিনি, এটা **দা'ওয়াতে ইসলামী**রই বরকত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه প্রথমে এলাকা মুশাওয়ারাতের খাদিম (নিগরান) হিসেবে কাজ করি, অতঃপর ডিভিশন পর্যায়ের মাদানী ইনআমাতের যিম্মাদারী অর্জিত হয়, অতঃপর সোবাঈ মুশাওয়ারাতের মাদানী কাফেলা যিম্মাদার হই, এখন এই লিখাটি লিখার সময় ডিভিশন মুশাওয়ারাতের খাদিম (অর্থাৎ নিগরান) এবং কাবীনা পর্যায়ের মাদানী দান বক্স এর যিম্মাদারী পালন করছি।

আতায়ে হাবীবে খোদা মাদানী মাহোল, হে ফয়যানে গউস ও রযা মাদানী মাহোল।
বাফয়যানে আহমদ রযা اِنْ شَآءَ الله ইয়ে ফুলে ফেলেগা সদা মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নিকৃষ্ট বিদ্বেষ ও ক্ষোভ

সাধারণ মুসলমানের প্রতি শরয়ী কারণ ছাড়াই **ক্ষোভ** পোষণ করা নিঃসন্দেহে হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ, কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان, সা'আদাতে এজাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین, ওলামায়ে কিরাম এবং আরবদের প্রতি **বিদ্বেষ ও ক্ষোভ** পোষণ করা এর চেয়ে আরো বেশি জঘন্য। এরূপ ব্যক্তিদের খুবই নিন্দা করা হয়েছে।

সাহাবায়ে কিরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার কঠিন শাস্তি

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ থেকে বর্ণিত যে, **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার সাহাবা সম্পর্কে **আল্লাহ**কে ভয় করো! **আল্লাহ**কে ভয় করো!! তাঁদেরকে আমার পরবর্তিতে নিশানা বানিয়ো না, যে তাঁদের সাথে ভালবাসা পোষণ করে, সে আমার প্রতি ভালবাসার কারণেই ভালবাসা পোষণ করে আর যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তাই সে তাদের প্রতি বিদ্বেষ করে, যে তাঁদেরকে কষ্ট দেয় সে আমাকে কষ্ট দিলো, যে আমাকে কষ্ট দিলো সে নিশ্চয় **আল্লাহ তায়ালা**কে কষ্ট দিলো, যে **আল্লাহ তায়ালা**কে কষ্ট দিলো, **আল্লাহ তায়ালা** অতিশীঘ্রই তাকে পাকড়াও করবেন।

(সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৪৬৩, হাদীস নং- ৩৮৮৮)

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: মুসলমানের উচিৎ যে, সাহাবায়ে কিরামের (عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان) খুবই আদব করুন এবং অন্তরে তাদের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসাকে স্থান দিন। তাঁদের ভালবাসাই **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা এবং যেই দূর্ভাগা সাহাবাদের (عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان) শানে বেআদবী মূলক কথা বলে, সে খোদা ও রাসূলের শত্রু। মুসলমানরা এরূপ ব্যক্তির পাশে বসবে না। (সাওয়ানেহে কারবালা, ৩১ পৃষ্ঠা) আমার আক্বা আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন:

www.dawateislami.net

আহলে সুন্নাত কা বেড়া পার আসহাবে হুযুর,
নজম হে অউর নাও হে ইতরাত রাসূলুল্লাহ কি। (হাদায়িকে বখশীশ, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

(অর্থাৎ আহলে সুন্নাতের তরী পাড় হয়ে যাবে কেননা সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین তাদের জন্য নক্ষত্র ন্যায় এবং পবিত্র আহলে বাইতগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان নৌকার ন্যায়)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীর ভয়ানক পরিণাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করা দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতির কারণ, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা নুরুদ্দীন আব্দুর রহমান জামী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব **শাওয়াহিদুন নবুওয়াত**-এ উদ্ধৃত করেন: তিনজন ব্যক্তি ইয়েমন ভ্রমনে বের হলো, তাদের মধ্যে একজন কুফাবাসী ছিলো যে কিনা শায়খাইন করীমাইন (অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দীক এবং হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর বিরুদ্ধবাদী ছিলো, তাকে অনেক বুঝানো হলো, কিন্তু সে মানলো না। যখন তারা তিনজন ইয়েমেনের নিকট পৌঁছলো তখন এক স্থানে অবস্থান করলো এবং ঘুমিয়ে পড়লো। যখন আবারো যাত্রা করার সময় হলো তখন তাদের মধ্যে দুই জন উঠে অযু করলো অতঃপর সেই বেআদব কুফার অধিবাসীকে জাগালো। সে উঠে বলতে লাগলো: আফসোস! আমি তোমাদের থেকে এই মঞ্জিলে পেছনে রয়ে গেছি, তোমরা আমাকে ঠিক সেই মুহূর্তে জাগালে যখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার মাথার পাশে তাশরীফ নিয়ে ইরশাদ করছিলেন: হে ফাসিক! **আল্লাহ তায়ালা** ফাসিককে অপমান ও অপদস্ত করে থাকে, এই সফরেই তোমার আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যাবে। যখন সেই বেআদব উঠে অযু করার জন্য বসলো তখন তার পায়ের আঙ্গুল পরিবর্তন হওয়া শুরু হয়ে গেলো, অতঃপর তার উভয় পা

বানরের পায়ের ন্যায় হয়ে গেলো, অতঃপর হাঁটু পর্যন্ত বানরের ন্যায় হয়ে গেলো, এমনকি তার পুরো শরীর বানরের ন্যায় হয়ে গেলো। তার সাথীরা এই বানরের ন্যায় বেআদবকে উটের পালানের সাথে বেঁধে রাখলো এবং নিজেদের গন্তব্যের দিকে যাত্রা শুরু করলো। সূর্যাস্তের সময় তারা এমন একটি জঙ্গলে পৌঁছলো, যেখানে কিছু বানর জমা ছিলো, যখন তারা তাকে দেখলো তখন অস্থির হয়ে রশি ছিড়ে তাদের সাথে মিলিত হলো। অতঃপর সব বানর সেই দু'জনের নিকট আসলো তখন তারা ভীত হয়ে গেলো কিন্তু তারা তাদের কোন কষ্ট দিলো না এবং সেই বানর আকৃতির বেআদব এই দু'জনের নিকট বসে গেলো আর তাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলো। এক ঘন্টা পর যখন বানরগুলো ফিরে গেলো তখন সেও তাদের সাথেই চলে গেলো।

(শাওয়াহিদন নবুয়া, ২০৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, শায়খাইনে করীমাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর প্রতি উদ্ধত্বকারী বানর হয়ে গেলো। অনেককে এভাবে দুনিয়াতেও শাস্তি দিয়ে মানুষের জন্য শিক্ষণীয় উদাহরণ বানিয়ে দেয়া হয়ে যাতে লোকেরা ভয় করে, গুনাহ এবং বেআদবী করা থেকে বিরত থাকে। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকে সাহাবায়ে কিরাম এবং আহলে বাইতে এজাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین এর প্রতি ভালবাসাকারীদের অন্তর্ভুক্ত রাখুন। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সৈয়দ বংশীয়দের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের হাউজে কাওসারে চাবুক মারা হবে

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বিন আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমার প্রতি বিদ্বেষ রেখো না, কেননা **রাসূলে আকরাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَا يُبْغِضُنَا وَلَا يَحْسُدُنَا اَحَدٌ اِلَّا ذِيْدَ عَنِ الْحَوْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسِيَاطٍ مِنْ نَارٍ অর্থাৎ যে ব্যক্তি

www.dawateislami.net

আমার প্রতি বিদ্বেষ বা হিংসা করবে, তাকে কিয়ামতের দিন হাউজে কাওসার থেকে আগুনের চাবুকের মাধ্যমে সরিয়ে দেয়া হবে। (আল মু'জামুল আওসাত, ২/৩৩, হাদীস নং-২৪০৫)

আহলে বাইতের শত্রু দোযখী

এক দীর্ঘ হাদীসে পাকে এটাও রয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি বাইতুল্লাহ শরীফের এক কোণা এবং মাকামে ইব্রাহিমের মধ্যবর্তী যায় এবং নামায পড়ে আর রোযা রাখে অতঃপর আহলে বাইতের শত্রু অবস্থায় মরে যায় তবে সে জাহান্নামে যাবে। (আল মুস্তাদরিক, মারিফাতিস সাহাবা, ৪/১২৯-১৩০, হাদীস নং- ৪৭৬৬)

হুব্বে সাআদাত এয় খোদা দেয় ওয়াসেতা,
আহলে বাইতে পাক কা ফরিয়াদ হে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আরবীদের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণকারী শাফাআত থেকে বঞ্চিত

আরব দেশে কর্মরত অনেক লোক আরবীদেরকে গালি দেয় এবং অনেক হাজীও, এ থেকে বিরত থাকা উচিৎ। হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফফান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ غَشَّ الْعَرَبَ لَمْ يَدْخُلْ فِيْ شَفَاعَتِيْ وَلَمْ تَنَلْهُ مَوَدَّتِيْ অর্থাৎ যে আরববাসীর প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করে, সে আমার শাফাআতে অন্তর্ভুক্ত হবে না, আর সে আমার ভালবাসাও পাবে না। (তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৪৮৭, হাদীস নং-৩৯৫৪)

যে আরবীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলো সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলো

প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আরবের ভালবাসা হলো ঈমান এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ হলো কুফর, যে

আরবের প্রতি ভালবাসা পোষণ করলো, সে আমার প্রতি ভালবাসা পোষণ করলো আর যে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলো, সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলো। (আল মু'জামুল আওসাত, ২/৬৬, হাদীস নং- ২৫৩৭)

আরবের প্রতি বিদ্বেষ কখন কুফর

হযরত আল্লামা মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উক্তির সারমর্ম হলো: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন আরবী এবং কোরআনও আরববাসীদের ভাষায়, এই সম্পর্কের কারণে যদি কেউ আরবীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে তবে এতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি বিদ্বেষ মানা হবে, যা কুফর।

(ফয়যুল কদীর লিল মুনাভী, ৩/২৩১, ২২৫ নং হাদীসের পাদটিকা)

তিনটি কারণে আরবের প্রতি ভালবাসা পোষণ করো

নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তিনটি কারণে আরবের প্রতি ভালবাসা পোষণ করো, এই কারণেই যে, (১) আমি আরবী (২) কোরআন মজীদ আরবী (৩) জান্নাতবাসীদের ভাষা হবে আরবী।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি তা'যিমিন নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, ২/২৩০, হাদীস নং-১৬১০)

হুসনে ইউসুফ পে কাটে মিসর মে আঙ্গুশতে যানাঁ,
সর কাটাতে হে তেরে নাম পে মরদানে আরব। (হাদায়িকে বখশীশ, ৫৮ পৃষ্ঠা)

(কুফরীয়া কালেমাত কে বারে মে সওয়াল জাওয়াব, ২৮৬-২৯৯ পৃষ্ঠা)

আরবের কাফিরদের প্রতিও কি ভালবাসা পোষণ করতে হবে?

ভালবাসা হলো ঈমানের সাথেই শর্তযুক্ত, সুতরাং আরবের কাফির ও মুরতাদদের প্রতি ভালবাসা তো দূরের কথা তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করাই ওয়াজিব। যেমনটি হযরত আল্লামা মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আরবের যেসকল কাফির বা মুনাফিক রয়েছে, তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা মন্দ নয় বরং ওয়াজিব। (ফয়যুল কদীর, ১/২৩১, ২২৫ নং হাদীসের পাদটিকা)

www.dawateislami.net

আরববাসীরা আরবী নবীর সমগোত্রীয়

আরবীরা গোত্র হিসেবে যেহেতু **আরবী নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্কযুক্ত, তাই তাদেরকে গালি প্রদান করা থেকে মুখকে বিরত রাখা উচিৎ, তবে হ্যাঁ, তাদের মধ্যে যারা কাফির, মুরতাদ ও মুনাফিক রয়েছে তারা খারাপ, তাদেরকে খারাপই বলা হবে। দেখুন! আবু লাহাবও আরবী ছিলো কিন্তু তার নিন্দায় কোরআনে পাকে একটি পুরো সূরা বিদ্যমান। যাই হোক যদি আরবীদের মধ্য কারো পক্ষ থেকে ধরে নিলাম আপনার সাথে কোন ব্যক্তিগত সমস্যা হয়েও যায়, তবু ধৈর্য সহকারে কাজ করুন। নিশ্চয় তার একজনের কষ্ট দেয়ার কারণে সকল আরবী কখনোই মন্দ হয়ে যায়নি। আরববাসীদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করার জন্য আমরা গোলামানে **মুস্তফা**র জন্য এই বিষয়টাই যথেষ্ট যে, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরবী ছিলেন।

হায় কিস ওয়াক্ত লাগি ফাঁস আলাম কি দিল মে,
কেহ বহুত দূর রহে খারে গুলামানে আরব। (হাদায়িকে বখশীশ, ৬০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জ্ঞান ও জ্ঞানীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, কেননা ধ্বংস হয়ে যাবে

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اُغْدُ عَالِمًا اَوْ مُتَعَلِّمًا اَوْ مُسْتَمِعًا اَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكَ অর্থাৎ আলিম হও বা শিক্ষার্থী অথবা শিক্ষণীয় কথাবার্তা শ্রবণকারী কিংবা জ্ঞানের প্রতি ভালবাসা পোষণকারী হও এবং পঞ্চমটি (অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞানীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী[১]) হয়োনা, কেননা ধ্বংস হয়ে যাবে। (জামেউস সগীর, ৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১২১৩)

১. ফয়যুল কদীর, ২/২২, ১২১৩ নং হাদীসের পাদটিকা।

www.dawateislami.net

আলিমে দ্বীনের সাথে অযথা বিদ্বেষ পোষণকারী অন্তরের রোগী এবং খারাপ বাতিনের অধিকারী

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **ফতোয়ায়ে রযবীয়া ২১ খন্ডের ১২৯ পৃষ্ঠায় বলেনঃ** (১) "যদি আলিমকে (দ্বীনি) এই কারণেই মন্দ বলে যে, সে **"আলিম"**, তখন তো স্পষ্ট কুফর এবং (২) যদি ইলমের কারণে তার সম্মান করাকে ফরয জানে কিন্তু নিজের কোন দুনিয়াবী শত্রুতার কারণে মন্দ বলে, গালি দেয় এবং অভক্তি করে তবে কঠোর ফাসিক ও গুনাহার আর (৩) যদি কোন কারণ ছাড়াই বিদ্বেষ পোষণ করে তবে অন্তরের রোগী এবং খারাপ বাতিনের অধিকারী এবং তার কুফরের সম্ভাবনা রয়েছে। **"ব্যাখ্যায়"** রয়েছেঃ مَنْ اَبْغَضَ عَالِمًا مِّنْ غَيْرِ سَبَبٍ ظَاهِرٍ خِيْفَ عَلَيْهِ الْكُفْر (অর্থাৎ যে কোন প্রকাশ্য কারণ ছাড়াই আলিমে দ্বীনের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তার উপর কুফরের ভয় রয়েছে।) (খুলাসাতুল ফতোয়া, ৪/৩৮৮)

মুঝ কো এ্যয় আত্তার সুন্নী আলিমো সে পেয়ার হে,
اِنْ شَآءَالله দো'জাহাঁ মে মেরা বেড়া পার হে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

ইমাম মা'যরীর প্রতি ইহুদী চিকিৎসকের হিংসা ও ক্ষোভ

ইমাম মা'যরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অসুস্থ হলেন, তখন ইহুদী চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসা করছিলো, ভাল হয়ে যেতেন কিন্তু আবারো অসুস্থ হয়ে যেতেন, কয়েকবার এমনি হলো, অবশেষে তাকে একাকিত্বে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে, সে বললোঃ যদি আপনি সত্যি জিজ্ঞাসা করেন তবে আমাদের নিকট এরচেয়ে বেশি কোন সাওয়াবের কাজ নাই যে, আপনার মতো ইমামকে মুসলমানের নিকট থেকে হারিয়ে দিই। ইমাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে দূর করে দিলেন, **আল্লাহ তায়ালা** আরোগ্য দান করলেন, অতঃপর ইমাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চিকিৎসার প্রতি মনযোগ দিলেন এবং এই বিষয়ে কিতাব লিখলেন আর ছাত্রদেরকে অভিজ্ঞ

www.dawateislami.net

চিকিৎসক বানালেন এবং মুসলমানদেরকে নিষেধ করলেন যে, কাফির চিকিৎক থেকে চিকিৎসা না করার।[১] (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২২/২৪৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আউলিয়ায়ে কিরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীর তাওবা

বাগদাদ শরীফের এক ব্যবসায়ী আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো। একদিন হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জুমার নামায পড়ে দ্রুত মসজিদ থেকে বের হতে দেখে মনে মনে বলতে লাগলো; দেখো দেখো! সে নাকি অলী! অথচ মসজিদে তার মন বসে না, তাইতো নামায পড়তেই দ্রুত বের হয়ে গেলো। ব্যবসায়ী এরূপ ভাবতে ভাবতে তাঁর পেছনে পেছনে যেতে লাগলো। হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রুটির দোকানে গিয়ে রুটি কিনে নিলো এবং শহর থেকে বাইরের দিকে যেতে লাগলো। ব্যবসায়ী এটা দেখে আরো রাগান্বিত হলো এবং বললো: এই ব্যক্তি শুধুমাত্র রুটির জন্যই মসজিদ থেকে তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেলো আর এখন শহরের বাইরে কোন সবুজ শ্যামল স্থানে বসে খাবে। ব্যবসায়ী অনুসরন করতে করতে চিন্তা করলো যে, যখনই বসে এই রুটি খেতে শুরু করবে, তখন আমি জিজ্ঞাসা করবো যে, অলী কি এমন হয়? যে রুটি খাওয়ার জন্য মসজিদ থেকে দ্রুত বের হয়ে যায়! অতএব ব্যবসায়ী পেছনে পেছনে যেতে লাগলো এমনকি হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি গ্রামে প্রবেশ করে একটি মসজিদে তাশরীফ নিয়ে গেলে। সেখানে এক অসুস্থ লোক শুয়ে ছিলো, হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই রোগীর মাথার পাশে বসে তাকে তাঁর পবিত্র হাতে রুটি খাওয়ালেন। ব্যবসায়ী এই অবস্থা দেখে আশ্চার্য হলো। অতঃপর গ্রামটি দেখার জন্য বের হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর যখন আবারো মসজিদে ফিরে

১. কাফির থেকে চিকিৎসা করানো সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে ফতোয়ায়ে রযবীয়া ২১ খন্ডের ২৩৮ থেকে ২৪৩ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।

www.dawateislami.net

আসলো তখন দেখলো যে, মসজিদে সেই অসুস্থ লোকটি শুয়ে আছে কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ সেখানে নেই। সে অসুস্থ ব্যক্তিটিকে জিজ্ঞাসা করলো যে, তিনি কোথায়? সে বললো যে, তিনি তো বাগদাদ শরীফ ফিরে গেছেন। ব্যবসায়ী জিজ্ঞাসা করলো: বাগদাদ এখান থেকে কতদূরে? সে বললো: চল্লিশ মাইল। ব্যবসায়ী ভাবতে লাগলো যে, আমি তো খুবই সমস্যায় ফেঁসে গেছি, তাঁর পেছনে পেছনে এতদূরে চলে এসেছি আর আশ্চার্যের বিষয় যে, আসার সময় বুঝতেই পারিনি কিন্তু এখন কিভাবে ফিরে যাবো? অতঃপর সে জিজ্ঞাসা করলো যে, তিনি আবার কখন আসবেন? বললো: আগামী শুক্রবার। বেচারা ব্যবসায়ী সেখানেই রয়ে গেলো, যখন পরবর্তি শুক্রবার আসলো তখন হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর সময়েই তাশরীফ নিয়ে এলেন এবং রোগীটিকে রুটি খাওয়ালেন। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ সেই ব্যবসায়ীকে বললেন: আপনি কেন আমার পেছনে পেছনে এসেছেন? ব্যবসায়ী বিনয়ের সহিত আরয করলো: হুযুর আমার ভুল হয়ে গেছে! বললেন: উঠুন! এবং আমার পেছনে পেছনে চলুন। অতএব সে হযরতের পেছনে পেছনে চলতে লাগলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বাগদাদ শরীফ পৌঁছে গেলেন। হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর জীবন্ত কারামত দেখে বাগদাদের সেই ব্যবসায়ী আউলিয়ায়ে কিরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা থেকে তাওবা করলো এবং ভবিষ্যতে এই সকল পবিত্র আত্মা লোকদের মন থেকে ভক্ত হয়ে গেলো। (রওযুর রায়াহিন, ২১৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মুঝে আউলিয়া কি মুহাব্বাত আতা কর,
তু দিওয়ানা কর গউস কা ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি পেতে, অন্তরে **আল্লাহ তায়ালার** ভয় জাগাতে, ঈমানের হিফাযতের চেতনা বাড়াতে, মৃত্যুর ভাবনা উদ্ধেলিত করতে, নিজেকে কবরের আযাব ও জাহান্নামের প্রতি ভীত করতে, জাহেরী ও বাতেনী গুনাহের অভ্যাস মিটাতে, নিজেকে সুন্নাতের অনুসারী করতে, অন্তরে ইশকে রাসূলের প্রদীপ জ্বালাতে এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব পাওয়ার আগ্রহ বৃদ্ধি করতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, প্রতি মাসে কমপক্ষে তিনদিনের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর করতে থাকুন এবং ফিকরে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখেই নিজ যিম্মাদারকে জমা করাতে থাকুন। আসুন আপনাদের উৎসাহের জন্য একটি মাদানী বাহার শুনুন।

মামার ইনফিরাদী কৌশিশ

চাকওয়ালের (পাঞ্জাব) একজন ইসলামী ভাইয়ের (বয়স প্রায় ২০ বছর) বর্ণনা নিজের ভাষায় উপস্থাপন করছি: যখন আমি মেট্রিক পড়ছিলাম তখন বন্ধুদের সাথে ঘুরাফেরা করা, স্নুকর খেলা, ঝগড়া করা এবং বদমাশি করা ও দাদাগীরি করা, সুশ্রী বালকের প্রতি আগ্রহ রাখা আমার বদঅভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এক বন্ধুর দাওয়াতে প্রথমদিকে সিগারেট পান করা শুরু করলাম অতঃপর মদ পানের ন্যায় ধ্বংসাত্মক নেশায় লিপ্ত হয়ে গেলাম। খারাপ সহচর্যের প্রতি এমন আগ্রহ জমে গিয়েছিলো যে, তিন তিন দিন এমনকি অনেক সময় পুরো সপ্তাহ ঘরে যেতাম না। আমর বিগড়ে যাওয়া অভ্যাসের কারণে পরিবারের লোকেরা খুবই চিন্তাগ্রস্থ ছিলো। আমার পিতা আমাকে বুঝাতে বুঝাতে হার মানলেন কিন্তু আমার কান পর্যন্ত কিছুই গেলো না, অবশেষে তিনি আমার সাথে কথা বলাও বন্ধ করে দিলেন। আমি সংশোধন হওয়ার পর পরিবর্তে আরো

www.dawateislami.net

বিগড়ে যেতে লাগলাম। প্রায় চার বছর এই অবস্থায় অতিবাহিত হয়ে গেলো। একদিন আমার সাক্ষাত আমার মামার সাথে হলো, যিনি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ ও মমতা প্রদর্শন করলেন এবং আমার মানসিকতা তৈরী হলো যে, আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে অনুষ্ঠিত মাদানী তরবিয়্যতি কোর্স করে নিই। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি প্রস্তুত হয়ে গেলাম এবং জীবনে প্রথমবার ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলাম, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগের বয়ান শুনে আমি বিগলিত হয়ে গেলাম এবং ভাবতে বাধ্য হলাম যে, আহ! যদি আমি আরো আগেই ফয়যানে মদীনা আসতাম এবং আমার গুনাহ থেকে তাওবা করে নিতাম! যাই হোক, এখানে মাদানী তরবিয়্যতী কোর্সে অংশগ্রহণ করে নেককার হওয়ার প্রেরণা পেলাম, তাওবার তৌফিক অর্জিত হলো, শুধু নিয়মিত ফরয নামায পড়া নসীব হলো না বরং তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত এবং মাগরীবের পর আওয়াবীনের নফল পড়ারও সৌভাগ্য নসীব হলো। ইলমে দ্বীন শিখতে পারলাম, পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে জানলাম, **রব তায়ালা**কে সন্তুষ্ট করার মানসিকতা তৈরী হলো। মাদানী তরবিয়্যতী কোর্সের পর মাদানী কাফেলা কোর্স করা এবং আশিকানে রাসূলের সাথে ১২ মাসের মাদানী কাফেলায় সফরেরও নিয়্যত রয়েছে। **আল্লাহ তায়ালা** আমাকে মৃত্যু পর্যন্ত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তেরা শুকর মাওলা দেয়া মাদানী মাহোল,
না ছুটে কভী ভী খোদা মাদানী মাহোল।
সালামত রহে ইয়া খোদা মাদানী মাহোল,
বাঁচে বদ নযর সে সদা মাদানী মাহোল। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

তোমাদের অন্তরে কারো জন্য ক্ষোভ ও বিদ্বেষ যেনো না থাকে

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: يَا بُنَيَّ! اِنۡ قَدِرۡتَ اَنۡ تُصۡبِحَ وَتُمۡسِيَ لَيۡسَ فِيۡ قَلۡبِكَ غِشٌّ لِاَحَدٍ فَافۡعَلۡ হে আমর বৎস! যদি তুমি সম্ভব হয় তবে তোমার সকাল ও সন্ধ্যা এমন অবস্থায় যেনো হয় যে, তোমার মনে কারো প্রতি **ক্ষোভ** ও বিদ্বষ নাই, তবে এমনি করো।

(তিরমিযী, কিতাবুল ইলম, ৪/৩০৯, হাদীস নং- ২৬৮৭)

অর্থাৎ মুসলমান ভাইয়ের পক্ষ থেকে দুনিয়াবী কর্মকান্ডে মন পরিষ্কার হওয়া, বুক **ক্ষোভ** থেকে পবিত্র হওয়া, তখনই এতে মদীনার নূর আসবে। ঘোলাটে আয়না ও অপরিষ্কার অন্তর সম্মানের উপযোগী নয়। **(মিরাতুল মানাজিহ, ১/১৭২)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

উত্তম কে?

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে আরয করা হলো যে, মানুষের মাঝে উত্তম কে? ইরশাদ করলেন: প্রত্যেক প্রশান্তিময় অন্তরের অধিকারী, সত্য ভাষী। লোকেরা আরয করলো: সত্য ভাষীকে তো আমরা চিনি, এই প্রশান্তিময় অন্তরের অধিকারী কি? ইরশাদ করলেন: هُوَ التَّقِيُّ لَا اِثۡمَ فِيۡهِ وَلَا بَغۡيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ অর্থাৎ সে এমনই পবিত্র, যার মাঝে না কোন গুনাহ আছে, না শত্রুতা, আর **ক্ষোভ** ও হিংসা।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যুহ্দ, বাবুল ওরা', ৪/৪৭৫, হাদীস নং- ৪২১৬)

জান্নাতী লোক

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমরা **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "يَطۡلُعُ عَلَيۡكُمُ الۡاٰنَ مِنۡ هٰذَا الۡفَجِّ رَجُلٌ مِّنۡ اَهۡلِ الۡجَنَّةِ" এখনই তোমারদের পাশে এই রাস্তা দিয়ে একজন জান্নাতী লোক আসবে। তখনই এক

www.dawateislami.net

আনসারী সাহাবী সেখানে এলেন, যার দাঁড়ি অযুর পানিতে ভেজা ছিলো, তিনি বাম হাতে নিজের জুতা ধরে রেখেছেন। পরদিন আবারো **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুর্বের দিনের ন্যায় ইরশাদ করেন এবং সেই ব্যক্তিই আসে, তৃতীয় দিনও এমনই হলো। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন যে, আমি সেই আনসারীর নিকট গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কি আমাকে মেহমানদারী করতে পারবেন? তিনি হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলেন এবং নিজের সাথে নিয়ে গেলেন। আমি তিন রাত তাঁর সাথে ছিলাম, এই সময়ে আমি তাকে রাতে নফল নামায পড়তে দেখিনি, তবে হ্যাঁ, এটা অবশ্য দেখেছি যে, যখন সে বিছানায় পাশ কাটাতেন তখন **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির করতেন, এমনকি ফজরের নামাযের সময় হয়ে যেতো এবং সে ভাল কথা বলতেন অন্যথায় চুপ থাকতেন। যখন তিন রাত হয়ে গেলো তখন আমি তাঁর এই আমলকে নগন্য মনে করলাম, অতএব আমি তাঁকে বললাম যে, আমি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْاٰنَ مِنْ هٰذَا الْفَجِّ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ" এখনই তোমাদের পাশে এই রাস্তা দিয়ে একজন জান্নাতী লোক আসবে।" অতএব তিনবারই আপনি এসেছেন, তাই আমি ভাবলাম যে, আপনার সাথে থেকে আপনার আমল দেখবো, কিন্তু আমি তো আপনার কোন বেশি আমল দেখলাম না। যখন আমি ফিরে যাচ্ছিলাম তখন তিনি আমাকে ডাকলেন এবং বললেন: আমার আমল তো তাই যা আপনি দেখেছেন কিন্তু আমি আমার অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি **ক্ষোভ** রাখিনা এবং কোন মুসলমানের অর্জিত **আল্লাহ তায়ালা**র নেয়ামত দেখে হিংসাও করিনা। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: এটাই সেই গুণ যা আপনাকে উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছে।

(শুয়াবুল ঈমান, ৫/২৬৫, হাদীস নং-৬৬০৫)

আল্লাহ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই সুসংবাদপূর্ণ ঘটনা থেকে দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতা এবং নিজের অন্তরকে বাতেনী গুনাহ বিশেষকরে **বিদ্বেষ ও ক্ষোভ** থেকে পবিত্র রাখার ফযীলত জানা গেলো।

খতাউঁ কো মেরি মিটা ইয়া ইলাহী! মুঝে নেক খাসলত বানা ইয়া ইলাহী!
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শরীরের পাশাপাশি অন্তরকেও পরিছন্ন রাখা আবশ্যক

প্রকাশ্য শরীর এবং পোশাক পরিছন্ন রাখা এক বিষয় কিন্তু অন্তরের পবিত্রতার নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَ اَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা** তোমাদের আকৃতি ও সম্পদের প্রতি দৃষ্টি দেন না বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল সমূহের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করেন। **(সহীহ মুসলিম, ১৩৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫৬৪)**

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"মিনহাজুল আবেদীন"** এ এই হাদীসে পাক উদ্ধৃত করার পর লিখেন: অন্তর হলো **রাব্বুল আলমিনের** দৃষ্টিদানের স্থান তবে ঐ ব্যক্তির প্রতি আশ্চার্য হই, যে প্রকাশ্য চেহারার প্রতি খেয়াল রাখে, তা ধৌত করে, ময়লা আবর্জনা থেকে পবিত্র রাখে, যাতে সৃষ্টি জগত তার চেহারার কোন সম্পর্কে জ্ঞাত না হয়, কিন্তু যা **রাব্বুল আলামিনের** দৃষ্টিদানের স্থান! উচিৎ তো ছিলো যে, অন্তরকেই পবিত্র রাখা, একে সমৃদ্ধশালী করা, যাতে **রাব্বুল আলামিন** এতে কোন দোষ না দেখেন, কিন্তু আফসোসের বিষয় যে, অন্তর তো ময়লা, আবর্জনা এবং নাপাকীতে ভরে আছে, কিন্তু যাতে সৃষ্টির দৃষ্টি পরে, তার জন্য চেষ্টা থাকে যে, এতে কোন দোষ ত্রুটি যেনো পাওয়া না যায়। **(মিনহাজুল আবেদীন, ৬৮ পৃষ্ঠা)**

মেরে দিল সে দুনিয়া কি চাহাত মিটা কর, কর উলফত মে আপনি ফানা ইয়া ইলাহী!
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আমি তোমাদের নিকট পরিছন্ন অন্তর নিয়ে যেনো আসি

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَا يُبَلِّغُنِیْ اَحَدٌ مِّنْ اَصْحَابِیْ عَنْ اَحَدٍ شَیْئًا، فَاِنِّیْ اُحِبُّ اَنْ اَخْرُجَ اِلَیْکُمْ وَاَنَا سَلِیْمُ الصَّدْرِ অর্থাৎ আমাকে কোন সাহাবী কারো পক্ষ থেকে কোন বিষয় পৌঁছাবে না, আমি চাই যে, তোমাদের নিকট পরিছন্ন অন্তর নিয়ে যেনো আসি।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, ৪/৩৪৮, হাদীস নং- ৪৮৬০)

মুহাক্কিক আলাল ইতলাক, খাতিমুল মুহাদ্দীসিন, হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের অংশ **"কোন সাহাবী কারো পক্ষ থেকে কোন বিষয় পৌঁছাবে না"** এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: "অর্থাৎ কারো অলসতা, মন্দকাজ, মন্দ অভ্যাস, সে এরূপ করলো বা সে এরূপ বললো, অমুক এভাবে বলছিলো"। (আশিয়াতুল লুমআত, ৪/৮৩)

হাদীস শরীফের এই অংশ " আমি চাই যে, তোমাদের নিকট পরিছন্ন অন্তর নিয়ে যেনো আসি" এর ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অর্থাৎ কারো প্রতি শত্রুতা, কারো প্রতি ঘৃণা যেনো না হয়। এটাও আমাদের জন্য বিধান বর্ণনা যে, নিজের অন্তরকে (মুসলমানে প্রতি **ক্ষোভ** থেকে) পরিছন্ন রাখার জন্য, যাতে এতে মদীনার নূর দেখা যায়, অন্যথায় **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্তর রহমত, কারামতের নূরের আধার, সেখানে **বিদ্বেষ ও ক্ষোভ** পৌঁছতেই পারে না। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৪৭২)

আল্লাহ তায়ালার দরূদ তাঁর উপর প্রেরিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নিজের অন্তর দিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন

প্রত্যেক ইসলামী ভাইয়ের উচিৎ যে, প্রথমেই নিজ পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন, মহল্লাবাসী, মার্কেট বা অফিসে একত্রে কর্মরতদের, সহপাঠিদের মোটকথা যার সাথে যার সম্পর্ক তাদের সকলের ব্যাপারে অন্তরকে একেবারে বিশ্বস্ততার সহিত যাচাই করা যে, শরয়ী বিনা কারণে কারো সাথে শত্রুতা লুকিয়ে নেই তো? তার ক্ষতি করার আশা নেই তো? যদি সে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবে আনন্দ অনুভব হয় না তো? তার গীবত, চুগলখোরী, অধিকার ক্ষুন্ন করা এবং মনে কষ্ট দেয়ার ধারাবাহিকতা নেই তো? যদি এই প্রশ্নাবলীর উত্তর হ্যাঁ হয় তবে দ্রুত তাওবা করে নিন এবং **ক্ষোভ** থেকে বাঁচার জন্য সচেষ্ট হয়ে যান। চিন্তা ভাবনা করার এই আমল রোজ নয় তো কমপক্ষে সপ্তাহে একবার অবশ্যই করার মাদানী অনুরোধ।

আমাদের মাদানী উদ্দেশ্যঃ আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ক্ষোভের ছয়টি প্রতিকার

(১) ঈমানদারদের প্রতি ক্ষোভ থেকে বাঁচার দোয়া করুন

প্রত্যেক ইসলামী ভাইয়ের উচিৎ যে, ঈমানদারদের প্রতি **ক্ষোভ** থেকে বাঁচার দোয়া করতে থাকা, নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত কোরআনী দোয়াটি মুখস্ত করে নিন এবং মাঝে মাঝে পাঠ করাও অনেক উপকারী। যেমনটি ২৮তম পারা সূরা হাশরের ১০ নং আয়াতে রয়েছে:

وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۰﴾

(**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** আর আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের দিক থেকে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না! হে আমাদের **রব**! নিশ্চয় তুমিই অতি দয়ার্দ্র, দয়াময়।)

www.dawateislami.net

দোয়ার সময় অনুবাদ পড়ার প্রয়োজন নেই, তবে অর্থের উপর অবশ্যই দৃষ্টি রাখবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) কারণ দূর করুন

অসুস্থতা শারীরিক হোক বা আধ্যাত্মিক! এর কিছু না কিছু কারণ থাকেই, যদি সেই কারণ সমূহের মূলৎপাঠন করা যায়, তবে অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ করা সহজ হয়ে যায়। সুতরাং **ক্ষোভের** সন্দেহ জনক কারণ এবং তা দূর করার পদ্ধতি আরয করছি।

প্রথম কারণ রাগ

ইহইয়াউল উলুম এবং অন্যান্য কয়েকটি কিতাবে রয়েছে যে, **ক্ষোভ** রাগের গর্ত থেকে জন্ম নেয়। তা এভাবে যে, যখন কোন ব্যক্তি রাগের বশবর্তী হয়ে কারো ক্ষতি করে তখন অপরজনও নিজের পাল্টা কাজ দেখায়। এভাবে ধারাবহিক ভাবে পাল্টাপাল্টি করার ফলে অন্তরে **বিদ্বেষ ও ক্ষোভ** জায়গা করে নেয়। তাই যদি রাগকে **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টির জন্য সংবরন করে নেয়া যায়, তবে সাওয়াব অর্জনের পাশাপাশি **ক্ষোভেরও** মূলৎপাটন হয়ে যাবে, উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে রাগ সংবরন করার ফযীলত পর্যবেক্ষণ করুন।

রাগ সংবরণকারীদের জন্য জান্নাতী হুর

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে রাগকে সংবরণ করে নিলো, অথচ তার তা প্রয়োগ করার ক্ষমতা ছিলো, তবে **আল্লাহ তায়ালা** কিয়ামতের দিন তাকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে ডাকবেন এবং অধিকার দিবেন যে, যেই হুরকে ইচ্ছা নিয়ে নাও।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, ৪/৩২৫, ৩২৬, হাদীস নং- ৪৭৭৭)

www.dawateislami.net

হুসনে আখলাক অউর নরমী দো,
দুর হো খুয়ে ইশতিআল[১] আক্বা! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৫৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দ্বিতীয় কারণ কু-ধারণা

কারো সম্পর্কে কু-ধারণা থেকেও **ক্ষোভ** সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিলমীযে সদরুশ শরীয়া হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ইসলামী বোনদেরকে নসীহতের মাদানী ফুল দিতে গিয়ে বলেন: "ঘরের মধ্যে শাশুড়ী, ননদ বা বড় ঝা বা ছোট ঝা অথবা অন্যান্য মহিলারা একে অপরের থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে কথা বললে তখন মহিলাদের উচিৎ যে, এই তাদের নিকট না যাওয়া এবং তাদের প্রতি অনুসন্ধানও না করা যে, তারা উভয়ে কি বিষয়ে কথা বলছিলো এবং বিনা কারণে কু-ধারণাও করবে না যে, আমার সম্পর্কে কোন কথা বলছিলো হয়তো, এতে অযথা তাদের অন্তরে একে অপরের পক্ষ থেকে **ক্ষোভের** সৃষ্টি হয়ে যায়, যা অনেক বড় গুনাহ হওয়ার পাশাপাশি বড় বড় ফ্যাসাদেরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[২] (জান্নাতি যেওর, ৫৯ পৃষ্ঠা)

মুঝে গীবত ওচুগলী ও বদগুমানী,
কি আ'ফাত সে তু বাঁচা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. খুয়ে ইশতিআল অর্থাৎ রাগের অভ্যাস, (রাগ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "রাগের চিকিৎসা" (মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত) অবশ্যই অধ্যয়ন করুন।)
২. কু-ধারণা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব "কু-ধারনা" অধ্যয়ন করুন।

www.dawateislami.net

তৃতীয় কারণ মদ্যপান ও জুয়া

মদ্যপান এবং জুয়া খেলার মতো হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কাজ থেকে অনেক দূরে থাকুন যে, কোরআনে পাকে এই দু'টি জিনিষকে **ক্ষোভের** কারণ বলে ঘোষণা করা হয়েছে, যেমনটি ৭ম পারা সূরা মায়েদার ৯০ ও ৯১ নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۹۰﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿۹۱﴾

(পারা ৭, সূরা মায়েদা, আয়াত ৯০-৯১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য নির্ণায়ক তীর অপবিত্রই, শয়তানী কাজ। সুতরাং তা থেকে বেচে থাকো, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করো। শয়তান তো এটাই চায় যে, তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাবে মদ ও জুয়ার মাধ্যমে এবং তোমাদেরকে **আল্লাহর** স্মরণ ও নামাযে বাধা দেবে। তবে কি তোমরা বিরত হবে?

সদরুল আফাযিল, হযরত সায়্যিদুনা মাওলানা মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **খাযায়িনুল ইরফানে** এই আয়াতের আলোকে লিখেন: এই আয়াতে মদ এবং জুয়ার পরিনতি ও ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, মদ্যপান ও জুয়া খেলার একটি শাস্তি এটাও যে, এতে পরস্পরের মাঝে বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি হয় এবং যারা এই মন্দ কাজে লিপ্ত হয়, যে **আল্লাহ পাকের** যিকির এবং নামাযের সময়ের নিয়মানুবর্তিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। (কানযুল ঈমান ও খাযায়িনুল ইরফান, ২৩৬ পৃষ্ঠা)

তু নেশে সে বায আ' মত পি শরাব[১] দো'জাহাঁ হো জায়েঙ্গে ওয়ারনা খারাব।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৬৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. মদ্যপানের ক্ষতি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত "নষ্টের মূল" কিতাবটি অবশ্যই অধ্যয়ন করুন।

www.dawateislami.net

চতুর্থ কারণ নেয়ামতের আধিক্য

নেয়ামতের আধিক্যও পরস্পরের মাঝে বিদ্বেষ ও **ক্ষোভের** একটি কারণ, নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা এবং দানশীলতার অভ্যাস গড়ে তা থেকে বাঁচা সম্ভব। আমীরুল মুমিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফরুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এটা বলতে শুনেছি: "لَا تُفْتَحُ الدُّنْيَا عَلٰى اَحَدٍ اِلَّا اَلْقَى اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" অর্থাৎ দুনিয়া কারো উপর প্রসারিত করা হয়না, কিন্তু **আল্লাহ তায়ালা** তাকে কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্বেষ ও শত্রুতায় লিপ্ত করে দেয়। (মুসনাদে আহমদ, ১/৪৫, হাদীস নং- ৯৩)

বিদ্বেষ ও শত্রুতায় লিপ্ত হয়ে যাবে

হযরত সায়্যিদুনা হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, একবার **আল্লাহ তায়ালার হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আসহাবে সুফফা এর নিকট তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: "তোমরা কি অবস্থায় সকাল করেছো?" তাঁরা আরয করলেন: "কল্যাণ ও মঙ্গল সহকারে।" ইরশাদ করলেন: "আজ তোমরা উত্তম (ঐ সময়ের চেয়ে যে,) যখন তোমাদের নিকট সকালে খাবারের একটি বড় পাত্র এবং সন্ধ্যায় আরেকটি বড় পাত্র আনা হবে এবং নিজের ঘরে এমন পর্দা ঝুলাবে, যেমনিভাবে কাবায় গিলাফ লাগানো হয়।" আসহাবে সুফফাগণ[১] رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین আরয করলেন: "**ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমরা দ্বীনের

১. সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان অভ্যাস ছিলো যে, জীবনের প্রয়োজনীয়তা পূরনের পাশাপাশি মুয়াল্লিমে আযম, হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইলমে দ্বীন অর্জন করতেন। কিন্তু বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত ৬০ থেকে ৭০জন সাহাবায়ে কিরাম এমন ছিলেন, যারা প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক দরবারে পরেই থাকতেন এবং হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সহচর্যে থেকে ইলমে দ্বীন শিখতেন। তাঁদের অবস্থান ছিলো একটি নির্দিষ্ট চত্বরে, যাকে আরবীতে সুফফা বলা হয়, সুতরাং এই পবিত্র ব্যক্তিত্বদেরকে আসহাবে সুফফা বলা হয়। সবচেয়ে বেশি হাদীস শরীফের বর্ণনাকারী সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ ও এই সকল সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর ভরণ পোষনের দায়িত্বে ছিলেন।
(মিরাতুল মানাজিহ শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ, ৭/৩৫)

www.dawateislami.net

উপর অটল থাকা অবস্থায় কি এই নেয়ামত অর্জিত হবে?" ইরশাদ করলেন: "হ্যাঁ।" আরয করলেন: "তবে তো আমরা তখন ভাল থাকবে, কেননা আমরা সদকা ও খয়রাত করবো এবং গোলামদের আযাদ করবো।" **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَابَلْ اَنْتُمُ اَلْيَوْمَ خَيْرٌ اِنَّكُمْ اِذَا طَلَبْتُمُوْهَا تَقَاطَعْتُمْ وَتَحَاسَدْتُمْ وَتَدَابَرْتُمْ وَتَبَاغَضْتُمْ অর্থাৎ না! বরং তোমরা আজই ভাল আছো, কেননা যখন তোমরা এই নেয়ামত পাবে, তখন পরস্পর হিংসা করতে থাকবে, পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করার আপদ এবং বিদ্বেষ ও শত্রুতায় পরে যাবে।

(আয যুহুদ লিহনাদ বিন আল আসরা, ২/৩৯০, হাদীস নং- ৭৬০। হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৪১৬, হাদীস নং- ১২০২)

পরস্পর বিদ্বেষ ও শত্রুতা গেঁড়ে বসে

যখন কিসরার বংশীয় ধন-ভান্ডার আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর নিকট আনা হলো তখন তিনি কান্না করে দিলেন, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আওফ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: হে আমীরুল মুমিনিন (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ)! কোন বিষয়টি আপনাকে কাঁদাচ্ছে? আজ তো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের দিন, আনন্দ ও খুশির দিন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: مَاكَثُرَ هٰذَا عِنْدَ قَوْمٍ اِلَّا اَلْقَى اللهُ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ অর্থাৎ যে সম্প্রদায়ের নিকটই এর (সম্পদের) আধিক্য হয়ে যায়, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তাদের বিদ্বেষ ও শত্রুতায় লিপ্ত করে দেন।

(মুসান্নিফ লিইবনে আবী শেয়বা, কিতাবুয যুহুদ, ৮/১৪৭, হাদীস নং-৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩) সালাম ও করমর্দনের অভ্যাস গড়ে নিন

মুসলমানের সাথে সাক্ষাতের সময় সালাম ও করমর্দন করার অনেক ফযীলত রয়েছে, তাছাড়া পরস্পর হাত মিলানোতে **ক্ষোভ** দূর হয়ে যায় এবং একে অপরকে উপহার দেয়াতে ভালবাসা বৃদ্ধি পায় এবং শত্রুতা দূর হয়ে যায়, **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

تَصَافَحُوْا يَذْهَبِ الْغَلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوْا وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ অর্থাৎ মুসাফাহা (করমর্দন) করো **ক্ষোভ** দূর হয়ে যাবে এবং উপহার প্রদান করো ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে আর বিদ্বেষ দূর হবে। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, কিতাবুল হুসনুল আখলাক, ২/৪০৭, হাদীস নং-১৭৩১)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: এই দু'টি আমল খুবই পরীক্ষিত, যার সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করতে থাকবে, তার সাথে শত্রুতা হবে না। যদি ঘটনাক্রমে হয়েও যায় তবে এর বরকতে স্থায়ী হয়না। অনুরূপভাবে একে অপরকে উপহার দেয়াতে শত্রুতা দূর হয়ে যায়। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৩৬৮)

মাদানী ফুল: মুসাফাহা করার (অর্থাৎ হাত মিলানোর) সময় সুন্নাত হলো যে, হাতে রুমাল ইত্যাদির প্রতিবন্ধকতা না থাকা, উভয় হাতে তালূ খালি থাকা এবং হাতের তালুর সাথে তালু লাগা উচিৎ। (বাহারে শরীয়ত, ৩য় খন্ড, ১৬তম অংশ, ৪৭১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪) অযথা ভাবনা ছেড়ে দিন

কিছু কিছু হাকিমের বাণী: "তিনটি বিষয়ে চিন্তাভাবনা করো না (১) নিজের অভাব ও বিপদের উপর, এই জন্যই যে, তা নিয়ে চিন্তা করতে থাকলে তোমার দুঃখ (টেনশন) বৃদ্ধি পাবে এবং হিংসা বেড়ে যাবে (২) তোমার প্রতি অত্যাচারকারী অত্যাচারে সম্পর্কে ভেবো না, কেননা এতে তোমার অন্তরে **ক্ষোভ** বৃদ্ধি পাবে এবং রাগ অবশিষ্ট থাকবে (৩) দুনিয়ায় বেশিদিন বেঁচে থাকা সম্পর্কে ভেবো না, কেননা এতে সম্পদ উপার্জনে তুমি তোমার বয়স নষ্ট করে দিবে এবং আমলের ব্যাপারে অবহেলা করবে।" সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, দুনিয়াবী চিন্তায় বেদনাপূর্ণ হওয়ার পরিবর্তে আখিরাতের বিষয়ে এতই আগ্রহী যান, যেমনটি আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى মাদানী পদ্ধতি ছিলো।

(আত্মহত্যার প্রতিকার, ৩৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

করে না তঙ্গ খেয়ালাতে বদ কভী, কর দেয়
শুয়ুর ও ফিকর কো পাকিযগী আতা ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৫) মুসলমানদেরকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসুন

ভালবাসা **ক্ষোভের** বিপরীত, সুতরাং যদি আমরা **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টির জন্য আপন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা পোষণ করি তবে অন্তরে **ক্ষোভ** আসার জায়গায় পাবে না এবং আমাদের অন্যান্য উপকারীতাও নসীব হবে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের দিকে ভালবাসার নয়নে তাকাবে এবং তার অন্তরে বা বুকে শত্রুতা না থাকে, তবে দৃষ্টি ফেরানোর পূর্বেই উভয়ের পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (শুয়াবুল ঈমান, ৫/২৭০, হাদীস নং-৬৬২৪)

মেরে জিস কদর হে আহবাব ইনহে কর দেয় শাহা বেতাব,
মিলে ইশক কা খাযানা মাদানী মদীনে ওয়ালে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৮৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬) দুনিয়াবি বিষয়ের কারণে বিদ্বেষ ও ক্ষোভ পোষণ করা বিচক্ষণতা নয়

ক্ষোভ মূলত দুনিয়াবী বিষয়েরই হয়ে থাকে, কিন্তু চিন্তার বিষয় হচ্ছে যে, দুনিয়ার কারণেই নিজের আখিরাত নষ্ট করা কি বিচক্ষণতা? একটি শিক্ষামূলক বর্ণনা পর্যবেক্ষণ করুন: হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: "কিয়ামতের দিন দুনিয়াকে কুৎসিত নীল নয়না বৃদ্ধার আকৃতিতে আনা হবে, যার (ভীতিকর) দাঁত দেখা যাবে এবং সে সকল মানুষের সামনে চলে আসবে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে: "তোমরা কি একে চিনো?" তারা উত্তর দিবে: "আমরা একে চিনার ব্যাপারে **আল্লাহ তায়ালার** আশ্রয় প্রার্থনা

করছি।" তখন বলা হবে: "এটিই সেই দুনিয়া, যা অর্জন করার জন্য তোমরা একে অপরের রক্ত প্রবাহিত করতে, এতে পাওয়ার জন্যই আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে, এর জন্যই একে অপরের প্রতি গর্ব ও হিংসা করতে এবং এর জন্যই একে অপরের প্রদি বিদ্বেষ পোষণ করতে।" অতঃপর দুনিয়াকে বৃদ্ধার মহিলার আকৃতিতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেয়া হবে, তখন সে বলবে: **"ইয়া আল্লাহ**! আমার আকাঙ্ক্ষীরা, আমার পেছনে পেছনে আগমনকারীরা কোথায় গিয়েছে?" তখন **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: "তার পেছনে পেছনে দৌঁড়ানোরা এবং তার আকাঙ্ক্ষীদেরকেও তার নিকট (জাহান্নামে) পৌঁছিয়ে দাও।"

(শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ৭/৩৮৩, হাদীস নং- ১০৬৭১)

না হো আশক বরবাদ দুনিয়া কে গম মে,
মুহাম্মদ কে গম মে রুলা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নিজ সন্তানদেরও বিদ্বেষ ও ক্ষোভ থেকে বাঁচান

নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় **আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা** পছন্দ করেন যে, তোমরা নিজ সন্তানদের মাঝে সমান আচরণ করো, এমনকি চুমু দেয়াতেও (সমতা রক্ষা করো)।

(জামেউস সগীর, ১১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮৯৫)

পিতামাতার উচিৎ যে, একের অধিক সন্তান থাকাবস্থায় তাদের কোন জিনিষ দিতে এবং আদর যত্ন ও স্নেহে সমতা বজায় রাখুন। শরীয়তের বিনা কারণে কোন সন্তানকে বিশেষ করে কন্যা সন্তানকে উপেক্ষা করে অপরকে প্রাধান্য দিবেন না, কেননা এতে শিশুদের কোমল অন্তরে বিদ্বেষ ও হিংসার স্তর জমতে পারে, যা তাদের মনুষত্ব বিকাশে খুবই ক্ষতিকর। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদেরকে সন্তানদের মধ্যে সকলের প্রতিই সমান আচরণ করার গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা নুমান বিন বশীর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বলেন: আমার পিতা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আমাকে তাঁর কিছু সম্পদ দিলেন তখন আমার

www.dawateislami.net

আম্মাজান হযরত ওমরা বিনতে রাওয়াহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বললেন: আমি ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে স্বাক্ষী বানাবেন না। সুতরাং আমার পিতা আমাকে **শাহানশাহে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে নিয়ে গেলেন, যাতে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে আমাকে দেয়া সদকার প্রতি স্বাক্ষ্য বানিয়ে নেন। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি তোমার সকল সন্তানের সাথে এরূপ করেছো? আমার সম্মানিত পিতা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: "না।" **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ তায়ালা**কে ভয় করো এবং নিজ সন্তানদের মাঝে ন্যায় বিচার করো। একথা শুনে তিনি ফিরে এলেন এবং সেই সদকা ফিরিয়ে নিলেন।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হেবা, ৮৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৬২৩)

ছোট বোনকে হত্যা করে ফেললো

পাঞ্জাব শহরের একটি সত্যি ঘটনা হলো যে, একটি ঘরে এক ছেলে সন্তানের জন্ম হলো, যে পুরো পরিবারের চোখের মনি ছিলো, পিতামাতা তার জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী ছিলো। কিছুদিন পর **আল্লাহ তায়ালা** তাদেরকে একজন কন্যা সন্তান দান করলেন তখন সে পুরো পরিবারের দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিনত হলো, যার ফলে ছেলে সন্তানের দিকে মনযোগ কম হয়ে গেলো। এটা কোন বড় বিষয় ছিলো না কিন্তু ছেলেটি এই বিষয়টি খুবই করুনভাবে অনুভব করতে লাগলো যে, এখন আর আমার স্বাদ আহ্লাদ পূরণ করা হয় না বরং ছোট বোনকেই বেশি আদর যত্ন করা হয়। ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে পেতে এই অনুভবটি **বিদ্বেষ ও ক্ষোভ** এবং হিংসায় রূপান্তরিত হয়ে গেলো। এখন সে মাঝে মাঝে ছোট বোনকে মারতে শুরু করলো এবং নিত্য নতুন পদ্ধতিতে তাকে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করতো। পিতামাতা তা সামান্য বিষয় মনে করে উপেক্ষা করলো। কয়েক বছর এভাবেই অতিবাহিত হলো, অতঃপর একদিন এমন হৃদয় কাঁপানো ঘটনা ঘটলো যে, পুরো শহরবাসীকে স্তম্ভিত করে দিলো। ঘটনাটি হলো যে, ভাই পরিবারের কাউকে না জানিয়ে ছোট বোনকে বেড়ানোর কথা বলে সাইকেলে

www.dawateislami.net

বসিয়ে নদীর দিকে চলে গেলা এবং সেখানে গিয়ে বোনকে নদীতে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলো, সে **"ভাইয়া! বাঁচাও, ভাইয়া! বাঁচাও"** বলে চিৎকার করতে থাকলো কিন্তু তার মাঝে **ক্ষোভ** এসে গিয়েছিলো বরং সে ততদুর পর্যন্ত নদীর পাড়ে পাড়ে হেঁটে চললো যতক্ষণ পর্যন্ত তার ডুবে যাওয়া নিশ্চিত হলো না। অতঃপর সে ঘরে ফিরে এলো এবং মনে মনে খুশি হলো যে, এখন সবাই শুধু আমাকেই আদর করবে। যখন তারা কন্যা সন্তানকে কোথাও পাচ্ছিলো না তখন তার খোঁজ শুরু হলো। পাবলিসিটি করা হলো, শহরের অলিতে গলিতে খোঁজা হলো কিন্তু কোথাও পাওয়া গেলো না। পুলিশকেও জানানো হলো। অনুসন্ধান শুরু হলে তৃতীয়দিন শিশুটি তা ফাঁস করে দিলো যে, কিভাবে এবং কেন সে তার ছোট বোনকে হত্যা করলো। যারাই শুনলো তারাই স্তব্ধ হয়ে গেলো, পিতামাতার মাথায় তো যেনো আসমান ভেঙ্গে পরলো, মেয়ে তো দুনিয়া থেকে চলে গেলো এখন ছেলেকেও চৌদ্দ শিকের ভেতর যেতে দেখা যাচ্ছে, সুতরাং তাকে ক্ষমা করে মুক্ত করিয়ে দেয়া হলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যদি কেউ আমাদের প্রতি ক্ষোভ পোষণ করে তবে কি করা উচিৎ?

অনেক সময় কোন ইসলামী ভাই শুনা কথার ভিত্তিতে মনে করে যে, অমুক ব্যক্তি আমার প্রতি **ক্ষোভ** পোষণ করে বা হিংসা করে, অথচ এমনটি নয়, শুধুমাত্র তার কু-ধারণা বা সন্দেহই হয়ে থাকে। কেননা **ক্ষোভ** হোক বা হিংসা! এর সম্পর্ক বাতিনের সহিত এবং কারো বাতিনের অবস্থা নিশ্চিতভাবে জানা আমাদের ক্ষমতার বাইরে। তাই সু-ধারণার অভ্যাস গড়ুন, কেননা সু-ধারণায় কোন ক্ষতি নেই এবং কু-ধারণায় কোন উপকারীতা নেই। তবে হ্যাঁ! যদি কারো চালচলন ও কথাবার্তা এবং মন্দ ব্যবহারে আপনি স্পষ্টভাবে অনুভব করলেন যে, সে আমার প্রতি **ক্ষোভ** পোষণ করে তবু ক্ষমা ও মার্জনা অবলম্বন করুন এবং সদাচরন দ্বারা তার শত্রুতাকে বন্ধুত্বে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করুন। হযরত

www.dawateislami.net

সায়্যিদুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: যার প্রতি **ক্ষোভ** পোষণ করা হয়েছে তার তিনটি অবস্থা: (১) তার সেই অধিকার পূরণ করুন, সে যার উপযুক্ত এবং এতে কোন প্রকার কম বেশি করবেন না, একে ন্যায় পরায়নতা বলে এবং এটা নেককারদের সর্বোচ্চ স্তর। (২) ক্ষমা ও মার্জনা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার মাধ্যমে তার সাথে নেকী করা, এটা সিদ্দিকীনদের কর্মপদ্ধতি। (৩) তার সাথে এমন কঠোর আচরন করা, সে যার উপযুক্ত নয়, এটা অত্যাচারী ও নিকৃষ্ট লোকের পদ্ধতি। **(ইহইয়াউল উলুম, ৩/২২৪)**

বাঁচালো! নারে দোযখ সে বেচারে হা'সদোঁ কো ভী,
মে কিউঁ চাহোঁ কিসি কি ভী বুরাঈ ইয়া রাসূলাল্লাহ!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মক্কা বিজয়ের দিন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে দিলেন

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৮৬৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সীরাতে মুস্তফা"** এর ৪৩৮ পৃষ্ঠা রয়েছে: মক্কা বিজয়ের পর **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইসলামের শাহানশাহ হিসেবে হেরেমে ইলাহীতে (অর্থাৎ হেরেম শরীফে) সর্বপ্রথম সাধারণ দরবার প্রতিষ্ঠা করলেন, যাতে ইসলামী বাহীনি ছাড়াও হাজারো কাফের ও মুশরিকের সর্বসাধারনের প্রচন্ড ভীড় ছিলো। **শাহানশাহে কওনাইন** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই হাজারো মানুষের ভীড়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, তখন দেখলেন যে, মাথা ঝুকিয়ে, দৃষ্টি নত করে ভয়ে কম্পমান সম্ভ্রান্ত কোরাইশরা দাঁড়িয়ে আছে। এই অত্যাচারী ও মিথ্যাবাদীদের মধ্যে তারাও ছিলো, যারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পথে কাঁটা দিয়েছিলো। তারাও ছিলো যারা বারবার **তাঁর** উপর পাথর নিক্ষেপ করেছিলো। সেই রক্ত পিপাসুরাও ছিলো যারা বারবার **তাঁকে** হত্যার আক্রমন করেছিলো। সেই নির্দয়রাও ছিলো যারা **তাঁর** দাঁত মুবারক শহীদ এবং **তাঁর**

www.dawateislami.net

চেহারা মুবারককে রক্তাক্ত করে দিয়েছিলো। সেই দুষ্কৃতিকারীরাও ছিলো যারা বছরের পর বছর তাদের অপবাদ ও অশ্লিল গালাগালি করে **তাঁর** মুবারক কলবকে ক্ষতবিক্ষত করেছিলো। সেই নির্মম ও পশুর ন্যায় লোক ছিলো যারা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গলায় চাদরের ফাঁস লাগিয়ে **তাঁর** গলা চেপে ধরেছিলো। সেই অত্যাচার ও নিপীড়নের প্রতিকৃতি ও পাপাচারের প্রতিবিম্বরাও ছিলো যারা **তাঁর** সাহেবজাদী হযরত (সায়্যিদাতুনা) যয়নাব رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে বল্লম মেরে উট থেকে ফেলে দিয়েছিলো এবং তাঁর গর্ভপাত হয়ে গিয়েছিলো। **তাঁর** সেই রক্ত পিপাসুও ছিলো, যার রক্ত পিপাসা নবুয়তের রক্ত ছাড়া আর কিছুতেই তৃপ্ত হতোনা। সেই পাপাচারী ও রক্ত পিপাসুও ছিলো যার আক্রমনাত্মক হামলায় বারবার মদীনা মুনাওয়ারার আকাশ বাতাশ প্রকম্পিত হয়েছে। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় চাচা হযরত হামযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর হত্যাকারী এবং তাঁর নাক, কান কর্তনকারী, তাঁর চোখ উপড়ানো ব্যক্তি, তাঁর কলিজা চিবিয়ে খাওয়ারাও সেই ভীড়ের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো, সেই নিপীড়ন স্থল, যেখানে নবুয়তের প্রদীপের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী হযরত বিলাল, হযরত সাহিব, হযরত আম্মার, হযরত খাব্বাব, হযরত খাবীব, হযরত যায়িদ বিন দাশনা رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ ইত্যাদিদের রশি দিয়ে বেঁধে চাবুক মেরে মেরে তপ্ত বালিতে শুইয়ে রাখতো, কাউকে আগুনের জ্বলন্ত কয়লায় শুয়াতো, কাউতে চাটাইয়ে জড়িয়ে নাকে ধোঁয়া দিতো, অসংখ্যবার গলা চেপে ধরতো। এই সকল অত্যাচার ও নিপীড়নের আধার, যাঁদের শরীরের প্রতিটি লোম অত্যাচার ও নিপীড়নের ভয়াবহ ও ভয়ঙ্কর অপরাধ ও নিলজ্জ অত্যাচারিতের পাহাড় হয়ে গিয়েছিলো। আজ এরা সবাই দশ বারো হাজার মুহাজির ও আনসারের বাহিনীর হেফাযতে অপরাধী হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে এবং নিজেদের মনে এই চিন্তা চলছে যে, সম্ভবত আজ আমাদের লাশকে কুকুর দিয়ে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে চিল ও কাককে খাওয়ানো হবে আর আনসার ও মহাজিরদের ভয়ঙ্কর বাহিনী আমাদের পরিবার পরিজনকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে আমাদের বংশকে নাস্তানাবুদ করে দিবে এবং আমাদের

www.dawateislami.net

লোকালয়কে হামলা ও লুটপাট করে তছনছ করে দিবে, এই অপরাধীদের মনে ভয় ও হতাশার তুফান চলছিলো। আতঙ্ক ও ভয়ে তাদের শরীরের মাংস ফেটে যাচ্ছিলো, বুক ধুকধুক করছিলো, কলিজা মুখের নিকট এসে গিয়েছিলো এবং হতাশার জগতে তারা জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত ধোঁয়া আর ধোঁয়ার ভয়ঙ্কর মেঘ দেখছিলো। এরূপ হতাশা ও নিরাশার ভয়ানক পরিস্থিতিতে হঠাৎ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টি সেই পিপাসার্তদের প্রতি আকৃষ্ট হলো এবং সেই অপরাধীদের থেকে **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: "বলো তো! তোমরা কি জানো যে, আজ আমি তোমাদের সাথে কিরূপ আচরণ করবো?"

এই আতঙ্কগ্রস্থ ও ভয়ঙ্কর প্রশ্ন শুনে অপরাধীরা অজান্তে কেঁপে উঠলো কিন্তু পয়গম্বরসূলভ দয়াদ্র চেহারা দেখে আশার সঞ্চার হয়ে সবাই একই কণ্ঠে বললো: "اَخٌ كَرِيْمٌ وَابْنُ اَخٍ كَرِيْمٍ অর্থাৎ আপনি দয়ালু ভাই এবং দয়ালু পিতার সন্তান।" সবার লালসাপূর্ণ দৃষ্টি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখের দিকেই ছিলো এবং সবার কান **নবুয়তের শাহানশাহ, প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সিদ্ধান্ত শুনার অপেক্ষায় ছিলো যে, হঠাৎ মক্কা বিজয়ের সর্বাধিনায়ক তাঁর দয়াদ্র কণ্ঠে ইরশাদ করলেন: لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ فَاذْهَبُوْا اَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ অর্থাৎ আজ তোমাদের প্রতি অভিযোগ নেই, যাও তোমরা সবাই মুক্ত।

(আল মাওয়াহিবুদ দুনিয়া ওয়া শরহে যুরকানী, ৩/৪৪৯)

একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণী শুনে অপরাধীদের চোখ লজ্জায় অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলো এবং অন্তরের অন্তস্থল থেকে কৃতজ্ঞতার প্রেরণা অশ্রু হয়ে তাদের গাল বেয়ে পরতে থাকে আর কাফেরদের মুখে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله এর শ্লোগানে কাবার হেরেমের চারিদিকে নূরের বর্ষন হতে থাকে। হঠাৎ করেই একটি আশ্চার্য পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেলো যে, পরিবেশই বদলে গেলো, মুহুর্তেই সবকিছু পাল্টে গেলো এবং হঠাৎ এরূপ অনুভূত হতে লাগলো যে,

www.dawateislami.net

জাহাঁ তারিক থা, বে নূর থা অউর সখত কালা থা,
কোয়ী পর্দে যেস কিয়া নিকালা কেহ ঘর ঘর মে উজালা থা।

(সীরাতে মুস্তফা, ৪৩৮-৪৪১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিদ্বেষ ও ক্ষোভ ভালবাসায় পরিবর্তন হয়ে গেলো

আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্র ও কর্মের উচ্চ শান দেখে তাঁর শত্রুরাও অবশেষে তাঁকে অত্যধিক ভালবাসতে লাগলো, এর তিনটি ঝলক পর্যবেক্ষণ করুন:

(১) হযরত সামামা ইবনে উসাল ইয়ামামী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যিনি ইয়ামাম বাসীদের সর্দার ছিলেন, ঈমান আনয়ন করে বলতে লাগলেন: "**আল্লাহ তায়ালা**র শপথ! আমার নিকট পুরো দুনিয়ায় কোন চেহারা আপনার চেহারার চেয়ে বেশি ঘৃণিত ছিলো। আজ সেই চেহারাই আমার নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়। **আল্লাহ তায়ালা**র শপথ! আমার নিকট কোন ধর্ম আপনার ধর্ম থেকে বেশি মন্দ ছিলো না, আর এখন সেই ধর্মই আমার নিকট সকল ধর্মের চেয়ে বেশি প্রিয়। **আল্লাহ তায়ালা**র শপথ! আমার নিকট কোন শহর আপনার শহরের চেয়ে বেশি ঘৃণিত ছিলো না। **আল্লাহ তায়ালা**র শপথ! এখন সেই শহরই আমার নিকট সব শহরের চেয়ে বেশি প্রিয়।" (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ৩/১৩১, হাদীস নং-৪৩৭২)

(২) হযরত হিন্দ বিনতে ওতবা (আবু সুফিয়ান বিন হারাবের স্ত্রী) رَضِیَ اللهُ عَنْهَا যে হযরত সায়্যিদুনা আমীর হামযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর কলিজা চিবিয়ে খয়েছিলো, ঈমান আনয়ন করে বলতে লাগলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! পুরো দুনিয়ায় কোন পরিবার আমার দৃষ্টিতে আপনার পরিবারের চেয়ে বেশি ঘৃণিত ছিলো না, কিন্তু আজ আমার দৃষ্টিতে পুরো দুনিয়ায় কোন পরিবার আপনার পরিবারের চেয়ে প্রিয় নয়। (সহীহ বুখারী, কিতাবু মানকিবিল আনসার, ২/৫৬৭, হাদীস নং-৩৮২৫)

(৩) হযরত সাফওয়ান ইবনে ওমাইয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বর্ণনা হলো যে, হুনাইনের দিন **রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে সম্পদ দান করেছেন, অথচ

www.dawateislami.net

আপনি আমার দৃষ্টিতে ঘৃণ্য সৃষ্টি ছিলেন। আপনি আমাকে দিতে থাকেন, এমনকি আপনি আমার দৃষ্টিতে প্রিয় সৃষ্টি হয়ে গেছেন।

(জামেয়ে তিরমিযী, কিতাবুয যাকাত, ২/১৪৭, হাদীস নং-৬৬৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণকারী ইহুদী কিভাবে মুসলমান হলো?

আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরাও رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পদাঙ্ক অনুসরন করে চলে **বিদ্বেষ ও ক্ষোভ** পোষণকারীর মন্দ আচরণে এমনভাবে ধৈর্যধারণ করতেন যে, অবশেষে তারা লজ্জিত হয়ে **বিদ্বেষ ও ক্ষোভ** থেকে মুক্ত হয়ে তাদের ভক্তি ও ভালবাসায় আবদ্ধ হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনা পর্যবেক্ষণ করুন: হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি ঘর ভাড়া নিলেন। সেই ঘরের একেবারে সামনেই এক ইহুদীর ঘর ছিলো। সেই ইহুদী বিদ্বেষ ও শত্রুতার বশে নালার মাধ্যমে ময়লা পানি এবং আবর্জনা তাঁর বাড়িতে ফেলতে থাকে কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চুপচাপ থাকেন। অবশেষে একদিন সে নিজে এসে আরয করলো: জনাব! আমার নালা থেকে পরা আবর্জনার কারণে আপনার কোন অভিযোগ নাই তো? তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই নম্রতার সহিত বললেন: নালা থেকে আবর্জনা পরে তা ঝাঁড়ু দিয়ে ধুয়ে ফেলি। সে বললো: আপনার এতো কষ্ট হওয়ার পরও রাগ আসে না? বললেন: রাগ তো আসে কিন্তু সংবরন করে নিই, কেননা **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۳۴﴾

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ক্রোধ-সংবরণকারীরা, মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনকারীরা এবং সৎব্যক্তিবর্গ **আল্লাহ**র প্রিয়।

এই উত্তর শুনে সেই ইহুদী মুসলমান হয়ে গেলো। **(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ৫১ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

নিগাহে অলী মে ওহ তাসীর দেখি,
বদলতি হাজারোঁ কি তাকদীর দেখি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আপনার প্রতি আমার ক্ষোভ ছিলো

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বাদী একদিন আরয করলো: হুযুর! সত্যি করে বলুন যে, আপনি মানুষ নাকি জ্বিন? বললেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি মানুষ। বলতে লাগলো: আমার তো মানুষ মনে হয় না, কেননা আমি চল্লিশ দিন পর্যন্ত আপনাকে বিষ খাওয়াচ্ছি কিন্তু আপনার কিছুই হলো না! বললেন: তুমি কি জানো না, যে লোক সর্বাবস্থায় **আল্লাহ তায়ালার** যিকির করতে থাকে, তাকে কোন কিছু ক্ষতি করতে পারে না এবং আমি ইসমে আযমের সহিত **আল্লাহ তায়ালার** যিকির করি। জিজ্ঞাসা করলো: সেই ইসমে আযম কোনটি? বললেন: (আমি প্রত্যেকবার পানাহারের পূর্বে এটি পাঠ করে নিই) بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ وَهُوَالسَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ (**আল্লাহ তায়ালার** নামে আরম্ভ করছি, যার নামের বরকতে যমীন ও আসমানের কোন বস্তুই ক্ষতি সাধন করতে পারে না, হে চিরঞ্জীব ও চির প্রতিষ্ঠিত।)

এরপর তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কোন কারণে আমাকে বিষ দিয়েছো? আরয করলো: আপনার প্রতি আমার **ক্ষোভ** ছিলো। এই উত্তর শুনে তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: তুমি لِوَجْهِ اللهِ (অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালার** জন্য) মুক্ত এবং তুমি আমার সাথে যা কিছু করেছো, তাও ক্ষমা করে দিলাম।

(হায়াতুল হায়ওয়ানুল কুবরা, ১/৩৯১)

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মহত্ব সম্পর্কে কি আর বলবো! এই ব্যক্তিরা কোরআনের আদেশ,

اِدْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ

(পারা ২৪, সূরা হা-মিম সাজদা, আয়াত ৩৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করো!

www.dawateislami.net

এর পরিপূর্ণ তাফসীর ছিল, বারবার বিষ প্রদানকারীনি বাদীকে শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে মুক্ত করে দিলেন!

আল্লাহ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ক্ষোভ পোষণকারী থেকেও উপকৃত হওয়া যায়

বিচক্ষণ ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয়া বন্ধুর চেয়ে বেশি **ক্ষোভ** পোষণকারী শত্রু থেকে উপকৃত হয়। এর পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: নিজের শত্রুদের থেকে নিজের দোষ শুনা যায় কেননা শত্রুর চোখে সমস্ত দোষ প্রকাশিত হয়ে যায়, বিচক্ষণ ব্যক্তি **ক্ষোভ** পোষণকারী শত্রু থেকে নিজের দোষ সম্পর্কে শুনে এরূপ ক্ষমা পরায়ন বন্ধুর চেয়ে বেশি উপকৃত হতে পারে, যে তার প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করতে থাকে এবং তার দোষ সমূহ গোপন করতে থাকে কিন্তু বিপদ হলো যে, মানুষের প্রকৃত শত্রুর কথাকে মিথ্যা ও হিংসা মূলক মনে করে থাকে, কিন্তু বিচক্ষণরা শত্রুর কথাতেও শিক্ষা গ্রহণ করে এবং দোষ সমূহ সংশোধন করে থাকে যে, নিশ্চয় কোন দোষ তো অবশ্যই আছে, যা তার শত্রুতার চোখে ধরা পরেছে। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, ২৫৩ পৃষ্ঠা)**

অপরকে নিজের প্রতি ক্ষোভ থেকে বাঁচানোর পদ্ধতি

কতই না ভাল হয়, যদি আমরা এই বিষয় থেকে বেঁচে থাকি, যার কারণে লোকেরা **ক্ষোভে** লিপ্ত হয়ে যায়, এপ্রসঙ্গে ১০টি মাদানী ফুল পর্যবেক্ষণ করুন:

(১) কারো কথাকে কেটে দেয়া থেকে বিরত থাকুন

কারো কথাকে কেটে দেয়া কথাবার্তার আদবের পরিপন্থি এবং যার কথা কাটা হয় সে **ক্ষোভেও** লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস

www.dawateislami.net

رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: কোন নির্বোধের কথা কেটে দিও না, কেননা সে তোমাকে কষ্ট দিবে এবং কোন জ্ঞানীর কথা কেটে দিও না, কেননা সে তোমার প্রতি **ক্ষোভ** পোষণ করবে। **(ইহইয়াউল উলুম, ২/২২৪)**

(২) সমবেদনার সময় মুচকী হাসা থেকে বিরত থাকুন

কোন দুঃখ পেরেশানগ্রস্তকে সমবেদনা জ্ঞাপন করা খুবই ভাল কাজ, কিন্তু এরূপ পরিস্থিতিতে মুচকী হাসি দেয়া থেকে বিরত থাকুন, কেননা এমন পরিস্থিতিতে মুচকী হাসি অন্তরে **বিদ্বেষ ও ক্ষোভ** সৃষ্টি করে।

(মজমুয়ায়ে রাসাইল ইমাম গাযালী, ৪০৯ পৃষ্ঠা)

(৩) কারো ভুল চিহ্নিত করাতে সতর্ক থাকুন

কারো কথাবার্তায় উচ্চারণ ও গ্রামাটিক্যাল ভুল চিহ্নিত করাতেও সতর্ক থাকা উচিৎ, কেননা এতেও তার মাঝে **ক্ষোভ** সৃষ্টি হতে পারে, সম্ভবত এরই প্রেক্ষিতেই **বাহারে শরীয়তে** এই শরয়ী মাসআলাটি বর্ণনা করা হয়েছে: যে ব্যক্তি (কোরআন) ভুল পড়ছে, তবে শ্রবণকারীর উপর ওয়াজিব হলো বলে দেয়া, তবে শর্ত হলো যে, বলার কারণে যেনো **ক্ষোভ** ও হিংসা সৃষ্টি না হয়।

(বাহারে শরীয়ত, ৩য় অংশ, ১/৫৫৩)

(৪) পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন

যেই স্থানে শরীয়ত অনুযায়ী যেই আদব বা মুস্তাহাব সমূহের উপর আমল করার রীতি রয়েছে, সেখানে এর বিপরীত কাজ করাও মানুষের মনে **বিদ্বেষ ও ক্ষোভ** সৃষ্টি করতে পারে। যেমনটি বাহারে শরীয়তে রয়েছে: যেখানে এই সম্ভাবনা রয়েছে যে, সম্মানের জন্য যদি দাঁড়ানো না হয়, তবে তার মনে বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি হবে, বিশেষকরে এমন স্থান যেখানে দাঁড়ানোর রীতি রয়েছে, তবে সেখানে দাঁড়ানো উচিৎ, যাতে একজন মুসলমানকে বিদ্বেষ ও শত্রুতা থেকে বাঁচানো যায়। **(বাহারে শরীয়ত, ১৬তম অংশ, ৩/৪৭৩)**

www.dawateislami.net

(৫) পরামর্শ বিদ্বেষ ও ক্ষোভকে নিশ্চিহ্ন করে থাকে

যেখানে অনেক লোক কাজে অংশগ্রহণ করে, সেখানে পরামর্শ নৈকট্যের উপায়। পরামর্শ করা এমন মুবারক কাজ যে, এতে সেই ব্যক্তি যার সাথে পরামর্শ করা হয়েছে সে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান এবং সম্মানিত অনুভব করে আনন্দিত হবে এবং তার থেকে পরামর্শ গ্রহণকারীর সহিত সম্পর্ক এবং নৈকট্য বৃদ্ধি পাবে। বরং যদি অসন্তুষ্ট ইসলামী ভাই থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয় তবে এই পরামর্শ করা তার **বিদ্বেষ ও ক্ষোভকে** নিশ্চিহ্ন এবং অসন্তুষ্টি দূর করে মনে আনন্দ ও ভালবাসার নূর সৃষ্টি করবে اِنْ شَآءَ الله। (মাদানী কামোঁ কি তাকসীম, ৪২ পৃষ্ঠা)

(৬) কাউকে সংশোধন করার পদ্ধতি ভালবাসাপূর্ণ হওয়া উচিৎ

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট যখন কারো কথা পৌঁছতো যা অপছন্দনিয় হতো তবে গোপনীয়ভাবে তার সংশোধনের সুন্দর পদ্ধতি হতো যে, ইরশাদ করতেন: مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَقُوْلُوْنَ كَذَا وَكَذَا অর্থাৎ মানুষের কি হয়েছে, যারা এরূপ কথা বলে। (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, ৪/৩২৮, হাদীস নং- ৪৭৮৮)

আহ! আমরাও যদি সংশোধনের পদ্ধতি শিখে যেতাম, আমাদের অধিকাংশেরই অবস্থা এমন যে, যদি কাউকে বুঝাতেও হয়, তবে শরীয়তের বিনা অনুমতিতে সবার সামনে নাম নিয়ে বা তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এমনভাবে বুঝাবে যে, বেচারার সবকিছু খোলেই রেখে দিবে। নিজের স্বত্বাকে জিজ্ঞাসা করে নিন যে, এটা কি বুঝানো হলো নাকি তাকে অপদস্ত (DEGRADE) করা হলো? এভাবে কি সংশোধন হবে নাকি আরো বিগড়ে যাবে? মনে রাখবেন! যদি আমাদের প্রভাবের কারণে সম্বোধিত ব্যক্তি চুপ হয়ে যায় তবুও তার মনে অসন্তুষ্টি থেকেই যাবে, যা **বিদ্বেষ ও ক্ষোভ**, গীবত ও অপবাদ ইত্যাদির দরজা খুলে যেতে পারে। হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: যে ব্যক্তি তার ভাইকে প্রকাশ্যে উপদেশ দেয়, সে তাকে দোষারোপ করলো এবং যে

www.dawateislami.net

গোপনে করলো তবে সে তাকে সুসজ্জিত করলো। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/১১২, নম্বর-৭৬৪১) তবে যদি গোপনে উপদেশ করাতে লাভ না হয় তবে (সময় ও সুযোগ বুঝে) প্রকাশ্যে উপদেশ দিন। (তাম্বিহুল গাফেলিন, ৪৯ পৃষ্ঠা) (গীবত কে তাবাকারিয়া, ১৬০ পৃষ্ঠা)

(৭) সম্পর্কের কথা চলাকালিন সম্পর্ক পাঠাবেন না

অনেক সময় এমনও হয় যে, দু'টি পরিবারের মাঝে আত্মীয়তার বন্ধনের কথা চলছে, এরই মাঝে তৃতীয় কেউ মধ্যখানে এসে যায় বা দুই ব্যক্তির মাঝে ক্রয়-বিক্রয়ের কথা চলছে তখন কোন তৃতীয়জন এতে এসে পরে এরূপ পরিস্থিতিতে উপকার থেকে বঞ্চিত হওয়া ব্যক্তি সুচারু কাজকে বিগড়ে দেয়া ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ ও **ক্ষোভে** লিপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং এই ধরনের ব্যাপারে অনুপ্রবেশ করা থেকে বিরত থাকা চাই।

(৮) অযথা নিরুৎসাহিত করবেন না

উৎসাহিত করা প্রত্যেকেরই ভাল লাগে, সে সুচারু রূপে কাজ করতে জানুক বা না জানুক, এর বিপরীতে কিছু ইসলামী ভাইয়ের কাজে ইতিবাচক এবং গঠনমূলক সমালোচনা করা হয়েও সে এতে নিরুৎসাহিত করন মনে করে থাকে এবং অন্তরে সমালোচনাকারীকে ও খারাপ মনে করে, তাই সকলের কাজে সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম, তবে হ্যাঁ! যদি সে নিজেই সমালোচনা করার আবেদন করে তবুও খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ, যেমন; প্রথমে তার কাজের ভাল দিকগুলো বর্ণনা করে উৎসাহিত করুন অতঃপর ত্রুটি সমূহ এবং সংশোধনের দিকগুলোকে সুন্দর ভাষায় অভিব্যক্তি বর্ণনা করুন। কিন্তু কিছু লোক এমন হয় যে, যারা এই কৌশলকে বুঝতে পারে না এবং প্রত্যেককেই আক্রমনাত্মক সমালোচনার নিশানা বানিয়ে নিজের শত্রুতে বৃদ্ধি করতে থাকে, এরূপ ব্যক্তিদেরও তাদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

www.dawateislami.net

(৯) অপরকে ধমকাবেন না

সময়ে অসময়ে কারো নালিশ করতে থাকা, ধমকাতে থাকার অভ্যাসে সম্ভাবনা যে, সেই ব্যক্তি আমাদের প্রতি **ক্ষোভে** লিপ্ত হয়ে যাবে, এরূপ করা থেকেও বিরত থাকুন। এই বিষয়টি একটি ঘটনা দ্বারা বুঝার চেষ্টা করুন:

দূর থেকেই শর্ত প্রদর্শনকারী চাকর

একজন বদমেজাজী ধনী তার চাকরদেরকে সর্বদা ধমকাতে থাকতো, যার কারণে চাকরদের অন্তরে তার প্রতি বিদ্বেষ জমে গিয়েছিলো। সেই ধনী ব্যক্তি প্রতিটি চাকরকে তাদের দায়িত্বের তালিকা লিখিতভাবে বানিয়ে দিয়েছিলো, যদি কোন চাকর কখনো কোন কাজ ছেড়ে দিতো তবে সেই ধনী তাকে সেই তালিকা দেখিয়ে দেখিয়ে অপদস্থ করতো। একবার সে ঘোড়ার আরোহীর শখ পূরণ করে ঘোড়া থেকে নামছিলো যে, তার পা রেকাবে আটকে গেলো, আর তখনি ঘোড়া দৌড় দিলো, এখন সেই ধনী উল্টোভাবে ঝুলানো অবস্থায় ঘোড়ার সাথে সাথে হেঁচড়াতে থাকেন। সে পাশে দাঁড়ানো চাকরকে সাহায্যের জন্য ডাকলো কিন্তু তার তো প্রতিশোধ নেয়ার পালা এসেছে, সুতরাং সে তার মালিককে সাহায্য করার পরিবর্তে পকেট থেকে ধনীর দেয়া তালিকা বের করলো এবং দূর থেকেই তা দেখিয়ে বলতে লাগলো, এখানে এটা কোথাও লেখা নেই যে, যদি তোমার পা ঘোড়ার রেকাবে আটকে যায় তবে তা ছাড়ানো আমার ডিউটি। একথা শুনে ধনী চাকরদের সাথে করা মন্দ আচরণে আফসোস করতে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১০) রূহানী চিকিৎসাও করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ক্ষোভ থেকে বাঁচার জন্য বর্ণনাকৃত প্রতিকারের পাশাপাশি যথাসাধ্য প্রথমে ও শেষে একবার দরূদ শরীফের সহিত এই ৭টি রূহানী চিকিৎসাও করুন:

www.dawateislami.net

(১) যখনই অন্তরে **ক্ষোভ** অনুভূত হয়ে তবে "اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ" একবার পাঠ করার পর বাম কাঁধের দিকে তিনবার থু থু নিক্ষেপ করুন।

(২) প্রতিদিন দশবার "اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ" পাঠকারীকে শয়তান থেকে নিরাপত্তার জন্য **আল্লাহ তায়ালা** একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দিন।

(৩) **সূরা ইখলাস** এগারোবার সকালে (অর্ধ রাত শুরু হওয়ার পর থেকে সূর্যের প্রথম কিরন চমকানো পর্যন্ত সকাল বলা হয়) পাঠকারীদের যদি শয়তান তার দলবল নিয়ে চেষ্টা করেও কোন গুনাহ করাতে পারবে না, যতক্ষণ সে (পাঠকারী) স্বয়ং নিজে করবে না। (আল অযীফাতুল করীমা, ২১ পৃষ্ঠা)

(৪) **সূরা নাস** পাঠ করাতেও কুমন্ত্রণা দূর হয়ে যায়।

(৫) প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "সূফীয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى বলেন, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা একুশবার করে **"লা-হাওলা শরীফ"** পানিতে দম করে পান করে নিবে তবে اِنْ شَآءَ الله শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে অনেকাংশে মুক্তি পাবে।" (মিরাতুল মানাজিহ, ১/৮৭)

(৬) هُوَ الْاَوَّلُ وَ الْاٰخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ﴿۳﴾ (পারা ২৭, হাদীদ, আয়াত ৩) বলাতে সাথেসাথেই কুমন্ত্রণা দূর হয়ে যায়।

(৭) سُبْحٰنَ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ (اِنْ یَّشَاْ یُذْهِبْكُمْ وَیَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِیْدٍ ﴿۱۹﴾ وَّ مَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِیْزٍ ﴿۲۰﴾) (পারা ১৩, ইব্রাহিম, আয়াত ১৯, ২০) অধিকহারে পাঠ করাতে তা (অর্থাৎ কুমন্ত্রণা) গোঁড়া থেকে কেটে দেয়। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১/৮৮০) (এই দোয়ার আয়াতের অংশকে আপনাদের বুঝার সুবিধার্থে ব্যাকেট ও ফ্রন্ট পরিবর্তন করার মাধ্যমে আলাদা করা হয়েছে) (নেকীর দাওয়াত, ৮৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কারো প্রতি কারো বিদ্বেষ ও হিংসা হবে না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিয়ামতের পূর্বে এমন একটি সময়ও আসবে, যখন কারো প্রতি কারো বিদ্বেষ ও হিংসা থাকবে না, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ**র শপথ! ইবনে মরিয়ম (অর্থাৎ হযরত ঈসা عَلَیۡہِ السَّلَام) অবতরণ করবেন, শাসক ন্যায় পরায়ণতার সীমা অতিক্রম করবে এবং শুকর নিশ্চিহ্ন করে দিবে, কর বাতিল করে দিবে, উটদের খোলা ছেড়ে দেয়া হবে, যাদের দিয়ে কাজ কর্ম করা হবে না এবং **ক্ষোভ**, বিদ্বেষ এবং হিংসা নিঃশেষ হয়ে যাবে, সে সম্পদের প্রতি আহবান করবে তবে কেউ তা গ্রহণ করবে না।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৪৩)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ হাদীসে পাকের এই অংশ **"এবং ক্ষোভ, বিদ্বেষ এবং হিংসা নিঃশেষ হয়ে যাবে"** এর আলোকে বলেন: অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَیۡہِ السَّلَام এর বরকতে মানুষের মন থেকে হিংসা, বিদ্বেষ (এবং) **ক্ষোভ** বের হয়ে যাবে, কেননা কারো অন্তরে দুনিয়ার ভালবাসা থাকবে না। প্রত্যেকেরই দ্বীন ও ঈমানের মোহে মোহান্বিত হবে, দুনিয়ার ভালবাসা সেই সব কিছুর শিখর, যখন শিখরই কেটে যাবে তখন ডালপালা কিভাবে থাকবে। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৭/৩৩৯)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

জান্নাতবাসীদের মাঝে পরস্পরের প্রতি ক্ষোভ থাকবে না

আল্লাহ তায়ালা জান্নাতবাসীদের প্রশংসা এভাবে করেন:

وَنَزَعۡنَا مَا فِیۡ صُدُوۡرِهِمۡ مِّنۡ غِلٍّ اِخۡوَانًا عَلٰی سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِیۡنَ ﴿۴۷﴾

(পারা ১৪, সূরা হিজর, আয়াত ৪৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমি তাদের বক্ষ সমূহের মধ্যে যা কিছু হিংসা-বিদ্বেষ ছিলো সবই টেনে বের করে নিয়েছি, পরস্পর ভাই ভাই, আসন সমূহের উপর মুখোমুখি হয়ে বসবে।

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَا اِخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ قُلُوْبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ يُسَبِّحُوْنَ اللهَ بُكْرَةً وَّعَشِيًّا অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের মধ্যে পরস্পর মতানৈক্য হবে না, বিদ্বেষ ও শত্রুতাও হবে না! সবার অন্তর একই হবে, সকাল সন্ধ্যা **আল্লাহ তায়ালা**র পবিত্রতা বর্ণনা করবে।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল বিদআল খুলক. ২/৩৯১, হাদীস নং-৩২৪৫)

ক্ষোভ ও হিংসা কিভাবে অবশিষ্ট থাকতে পারে!

হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাফস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে অন্তর সমূহ **আল্লাহ তায়ালা**র ভালবাসায় অভ্যস্থ এবং ভালবাসায় ঐক্যমত আর তার সম্প্রীতিতে সমবেত এবং **তাঁর** যিকির দ্বারা সম্পর্কযুক্ত হয়ে যায়, তাতে **ক্ষোভ** ও হিংসা কিভাবে অবশিষ্ট থাকতে পারে, নিশ্চয় অন্তর মানবিক কুমন্ত্রণা এবং প্রাকৃতিক ঘৃণা থেকে পরিষ্কার পরিছন্ন বরং তৌফিকের নূর দ্বারা আলোকিত তাইতো তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেছে। **(ওয়ারিফুল মাআরিফ, ৩৪ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ক্ষোভের আরো কিছু ধরণ

যদি **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্য কারো প্রতি **ক্ষোভ** পোষণ করলো যেমন; কোন ব্যক্তি দূর্বলদের উপর অত্যাচার করে, হত্যা ও নিপীড়ন করে, মানুষকে গুনাহের পথে পরিচালিত করে বা সেই অমুসলিম কিংবা বদ মাযহাব হয় তবে এরূপ **ক্ষোভ** পোষণ করা জায়িয ও পছন্দনীয়। এই বিষয়টি নিম্নোক্ত বর্ণনা ও ঘটনা দ্বারা বুঝার চেষ্টা করুন।

উত্তম আমল

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে পাক, সাহিবে লাওলাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ

www.dawateislami.net

অর্থাৎ সর্বোত্তম আমল হলো **আল্লাহ তায়ালা**র জন্য ভালবাসা এবং **আল্লাহ তায়ালা**র জন্যই শত্রুতা পোষণ করা। (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, ৪/২৬৪, হাদীস নং-৪৫৯৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার জন্য ভালবাসার উদ্দেশ্য হলো, কাউকে এই জন্যই ভালবাসা যে, সে দ্বীনদার এবং **আল্লাহ তায়ালা**র জন্য শত্রুতা পোষণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কারো প্রতি শত্রুতা এই জন্য থাকা যে, সে দ্বীনের শত্রু বা দ্বীনদার নয়। (নুজহাতুল কারী, ১/২৯৫)

যেনো আমরা ভুল ধারণায় না থাকি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কারো প্রতি **বিদ্বেষ ও ক্ষোভ** পোষণ করার পূর্বে ভালভাবে চিন্তা করে নেয়া উচিৎ যে, আমরা কি আসলেই বৈধ পন্থায় আমল করছি? আমরা কোন ভুল ধারণায় লিপ্ত নই তো! এই বিষয়টি নিম্নলিখিত বর্ণনা দ্বারা বুঝার চেষ্টা করুন:

হযরত সায়্যিদুনা আমের বিন ওয়াসেলা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, (**প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য হায়াতেই) এক ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলো, তখন তিনি তাদের সালাম করলেন, তারা সালামের উত্তর দিলো। যখন সেই ব্যক্তি সেখান থেকে চলে গেলেন তখন তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বললো: "আমি **আল্লাহ তায়ালা**র জন্য এই ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি।" উপবিষ্টরা তাকে বললো যে, তুমি খুবই খারাপ কথা বলেছো, **আল্লাহ**র শপথ! আমরা তাকে এই কথা অবশ্যই বলবো, অতঃপর এক ব্যক্তিকে বললো যে, হে অমুক! দাঁড়াও এবং গিয়ে তাকে এই কথাটি বলে দাও, সুতরাং বার্তা বাহক তাকে পেলো এবং কথাটি বলে দিলো। সেই ব্যক্তি সেখান থেকে ফিরে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! মুসলমানদের একটি বৈঠকের পাশ দিয়ে আমার গমন হয়েছিলো, আমি তাদেরকে সালাম করলাম, তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তিও ছিলো, তারা সবাই আমার সালামের উত্তর দিলো, যখন আমি

www.dawateislami.net

অগ্রসর হয়ে গেলাম তখন তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আমার নিকট এলো এবং সে আমাকে বললো যে, অমুক ব্যক্তি বললো যে, আমি তার প্রতি **আল্লাহ তায়ালার** জন্যই বিদ্বেষ পোষণ করি, আপনি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন যে, সে কেনো আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে? **নবী করীম, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে ডেকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন সে তার কথা স্বীকার করলো যে, হ্যাঁ! আমি এই কথা বলেছি। ইরশাদ করলেন: তুমি তার প্রতি বিদ্বেষ কেনো পোষণ করো? তখন সে বললো: আমি তার প্রতিবেশি এবং আমি তার কল্যাণ কামনা করি, **আল্লাহ তায়ালার** শপথ! আমি তাকে কখনো ফরয নামায ছাড়া (নফল) নামায পড়তে দেখিনি, আর ফরয নামায তো প্রত্যেক ভাল খারাপই পড়ে। আবেদনকারী ব্যক্তি আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে কি আমাকে ফরয নামাযে দেরী করতে দেখেছে? নাকি আমি অযুতে কোন অলসতা করি? নাকি রুকু সিজদায় কোন কমতি করি? **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলে সে অস্বীকার করে আরয করলো: আমি তার মাঝে এরূপ কোন বিষয় দেখিনি অতঃপর আরো আরয করলো: **আল্লাহ তায়ালার** শপথ! আমি তাকে রমযানুল মুবারক ছাড়া কখনো (নফল) রোযা রাখতে দেখিনি, এই মাসের (অর্থাৎ রমযানুল মুবারক) রোযা তো ভাল খারাপ সবাই রাখে। একথা শুনে আবেদনকারী আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তাকে জিজ্ঞাসা করুন যে, আমি কি কখনো রমযানুল মুবারকে রোযা ভঙ্গ করেছি? নাকি রোযার হকে কোন কমতি করেছি? জিজ্ঞাসা করাতে সে আরয করলো: না। অতঃপর বললো: **আল্লাহ তায়ালা** শপথ! আমি তাকে দেখিনি যে, তিনি যাকাত ছাড়া কোন মিসকিন বা ভিক্ষুককে কিছু দিয়েছে বা **আল্লাহ তায়ালার** পথে কিছু ব্যয় করেছে, যাকাত তো ভাল খারাপ সবাই আদায় করে। আবেদকারী আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে কি আমাকে যাকাত আদায়ে অলসতা করতে দেখেছে? নাকি আমি কখনো এতে গড়িমসি করেছি? জিজ্ঞাসা করাতে সে আরয করলো: না। **নবী**

www.dawateislami.net

করীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে (বিদ্বেষ পোষণকারীকে) ইরশাদ করলেন: قُمْ اِنْ اَدْرِیْ لَعَلَّهٗ خَیْرٌ مِنْكَ অর্থাৎ উঠে যাও, আমি জানিনা, সম্ভবত সেই তোমার চেয়ে উত্তম। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৯/২১০, হাদীস নং-২৩৮৬৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমার প্রিয়দের প্রতি ভালবাসা এবং আমার শত্রুদের প্রতি শত্রুতাও রেখেছিলো কি?

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে আনা হবে, যে নিজেকে নেককার মনে করতো এবং সে এটা মনে করতো যে, আমার আমলনামায় কোন গুনাহ নেই। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে: তুমি কি আমার বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে? সে আরয করবে: হে আমার প্রতিপালক! তুমি তো মানুষদের থেকে অমুখাপেক্ষী। অতঃপর **রব তায়ালা** ইরশাদ করবেন: তুমি কি আমার শত্রুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে? তখন সে আরয করবে: হে আমার **মালিক ও মুখতার**! আমি এটা পছন্দ করতাম না যে, আমার এবং অন্য কারো মাঝে কিছু হোক, তখন **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: لَا یَنَالُ رَحْمَتِیْ مَنْ لَمْ یُوَالِ اَوْلِیَائِیْ وَیُعَادِیْ اَعْدَائِیْ অর্থাৎ সে আমর রহমত পেতে পারে না, যে আমার বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব এবং আমার শত্রুদের সাথে শত্রুতা রাখে না। (আল মু'জামুল কবীর, বাবুল ওয়াও, ২২/৫৯, হাদীস নং-১৪০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বদ মাযহাবীকে খাবার খাওয়ায়নি

হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মাগরীবের নামায পড়ে মসজিদ থেকে তাশরীফ নিয়ে আসছেন, এমন সময় এক ব্যক্তি ডাক দিলেন: "কে আছো এই মুসাফিরকে খাবার খাওয়াবে?" আমিরুল মুমিনিন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ খাদিমকে বললেন: "একে আমাদের সাথে নিয়ে চলো।" সে আসলে তাকে

www.dawateislami.net

খাবার আনিয়ে দিলেন। মুসাফির খাবার মাত্র শুরু করেছিলো, তখন তার মুখ দিয়ে এমন একটি শব্দ বের হলো, যাতে বদ মাযহাবীর গন্ধ পাওয়া গেলো, সাথেসাথেই খাবার সামনে থেকে উঠিয়ে নিলেন এবং তাকে বের করে দিলেন।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ইলম, ১০/১১৭, হাদীস নং-২৯৩৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এক অমুসলিম যখন আলা হযরতের শরীরের উপর হাত রাখলো!

আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **মলফুযাত শরীফে** বলেন: প্রত্যেক মুসলমানের উপর মহান ফরয হলো যে, **আল্লাহ তায়ালা**র সকল বন্ধুদের (অর্থাৎ সকল নবী, সাহাবী এবং অলীদের) প্রতি ভালবাসা পোষণ করা এবং তাঁর শত্রুদের (অর্থাৎ কাফির, বদ মাযহাবী, বে-দ্বীন এবং মুরতাদদের) প্রতি শত্রুতা রাখো। এটি আমাদের মূল ঈমান। (এই আলোচনায় বলেন:) بِحَمْدِ اللهِ تَعَالٰى আমি যখন থেকে বুঝতে শিখেছি, **আল্লাহ তায়ালা**র সকল শত্রুদের প্রতি অন্তরে কঠোর ঘৃনাই পেয়েছি। একবার আমি আমাদের গ্রামে গেলাম, সেখানে কোন গ্রামীণ মামলা আসলো, যাতে পান্থশালা সকল কর্মচারীকে বাদাইয়ুঁ যেতে হলো, আমি একা ছিলাম। সেই যুগে مَعَاذَ الله পাকস্থলির ব্যথা হতো। সেইদিন যোহরের সময় থেকে ব্যথা শুরু হলো, এই অবস্থায় আমি কোন রকমে অযু করলাম। আর নামাযে দাঁড়াতে পারলাম না। **রব তায়ালা**র নিকট দোয়া করলাম এবং **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলাম। **আল্লাহ তায়ালা** পেরেশান গ্রস্থের ডাক শুনে থাকে। আমি সুন্নাতের নিয়্যত করলাম, ব্যথা একেবারেই ছিলো না। যখন সালাম ফিরালাম প্রচুর ব্যথা হলো। দ্রুত উঠে ফরযের নিয়্যত বাঁধলাম, ব্যথা উপশম হতে লাগলো। যখন সালাম ফিরালাম তখন আগের অবস্থাই হলো। পরের সুন্নাত পড়লাম তখন ব্যথা নেই (অর্থাৎ শেষ) আর সালাম ফিরানোর পর একেবারে আগের অবস্থা, আমি

www.dawateislami.net

বললাম: এখন আসর পর্যন্ত হতে থাকে। বিছানায় শুয়ে ঔষধ নিতে থাকলাম, কোন ভাবেই শান্তি পেলাম না। তখন সামনে দিয়ে গ্রামের একজন ব্রাহ্মন যাচ্ছিলো, ফটক খোলা ছিলো, আমাকে দেখে ভেতরে এলো এবং আমার পেটে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলো, ব্যথা কি এখানে? আমার তার অপবিত্র হাত শরীরে লাগতেই এতো অপছন্দ ও ঘৃণা সৃষ্টি হলো যে, ব্যথাই ভূলে গেলাম এবং এই কষ্টের চেয়ে আরো বেশি কষ্ট হলো যে, একজন কাফিরের হাত আমার পেটে। এমনই শত্রুতা রাখা উচিৎ। (মলফুযাতে আলা হযরত, ৪৭৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বদ মাযহাবীদের সহচর্য ঈমানের জন্য প্রাণনাশক বিষতুল্য

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৫০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"গীবত কে তাবাকারিয়াঁ"** এর ৬৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে: বদ মাযহাবীদের সহচর্য ঈমানের জন্য প্রাণনাশক বিষতুল্য, তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে হাদীসে মুবারাকায় নিষেধ করা হয়েছে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি বদ-মাযহাবীদেরকে সালাম দিলো অথবা তাদের সাথে আনন্দচিত্তে সাক্ষাৎ করলো বা তাদের সাথে এমনভাবে কথাবার্তা বললো যাতে সে আনন্দিত হয়, সে ঐ বিষয়কে অবমাননা করলো, যা **আল্লাহ তায়ালা রাসুলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন।" (তারিখে বাগদাদ, ১০/২৬২) **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি কোন বদ-মাযহাবীকে সম্মান করলো, সে দ্বীনকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে সাহায্য করলো।" (আল মু'জামুল আওসাত, ৫/১১৮, হাদীস নং-৬৭৭২) **প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমরা তাদের থেকে দূরে থাকো এবং তারাও যেনো তোমাদের থেকে দুরে থাকে, যাতে তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে না পারে এবং ফিতনায় ফেলতে না পারে।" (মুকাদ্দামায়ে সহীহ মুসলিম, ৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-০৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বদ মাযহাবীদের থেকে দ্বীনি বা দুনিয়াবী শিক্ষা গ্রহণ না করা

বদ মাযহাবীদের নিকট থেকে দ্বীনি কিংবা দুনিয়াবী শিক্ষা গ্রহণ করতে নিষেধ করে আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বদ মাযহাবীদের সহচর্য আগুনের ন্যায়, তাদের সহচর্যের কারণে অনেক নামী-দামী জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিত্বরা স্বীয় মাযহাব থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। ইমরান বিন খাত্তান রাকাশী এর ঘটনাটি প্রসিদ্ধ, তিনি তাবেঈন যুগের একজন জগত বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন, খারেজী সম্প্রদায়ের জনৈকা মহিলাকে বিবাহ করে তার সহচর্যে থাকার কারণে مَعَاذَ الله তিনি নিজেই খারেজী সম্প্রদায়ভূক্ত হয়ে গিয়েছিলেন অথচ বিয়ে করার সময় তিনি দাবী করেছিলেন, সুন্নী করার জন্যই আমি তাকে বিবাহ করছি। (তার এ ঘটনা থেকে ঐসব অজ্ঞ মূর্খদের উপদেশ গ্রহণ করা উচিত, যারা নিজেদের ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী নিজেদেরকে পূর্ণ সুন্নী মনে করে থাকে এবং বলতে শুনা যায় যে, আমাদেরকে কেউ বিন্দু মাত্রও স্বীয় মসলক তথা আক্বিদা থেকে সরাতে পারবেনা, আমরা আমাদের মাযহাবের উপর খুবই সুদৃঢ় ও মজবুত!) আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো বলেন: যখন সহচর্যের এই অবস্থা (যে একজন নামী-দামী মুহাদ্দিস পথভ্রষ্ট হয়ে গেলো) তখন (বদ মায্হাবীদেরকে) ওস্তাদ বানানো কতইনা জঘন্য হবে, কেননা ছাত্রের উপর ওস্তাদের প্রভাব খুবই ফলপ্রসূ এবং সহসা ক্রিয়াশীল। বদ মায্হাব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ছাত্র হিসেবে স্বীয় সন্তান সন্ততিদেরকে তারাই সমর্পন করতে পারে, যারা দ্বীনের সাথে কোন সম্পর্ক রাখেনা এবং নিজের সন্তান সন্ততিদের বেদ্বীন ও ধর্মহীন হয়ে যাওয়ার তোয়াক্কা করেনা।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৬৯২)

মাহফুয খোদা রাখনা সদা বে আদবোঁ সে,
অউর মুঝ সে ভী সরযদ না কভী বেআদবী হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কিতাবের সারমর্ম

❀ **ক্ষোভ** মারাত্মক বাতেনী রোগ এবং এসম্পর্কে জানা ফরয।

❀ **ক্ষোভ** হলো, মানুষ তার অন্তরে কাউকে বোঝা হিসেবে জানা, তার প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করা, ঘৃণা করা এবং এই অবস্থা সর্বদা বিরাজ করা।

❀ কোন মুসলমানের প্রতি শরীয়তের বিনা কারণে **ক্ষোভ** পোষণ করা হারাম।

❀ কোন অত্যাচারির প্রতি **ক্ষোভ** পোষণ করা জায়িয আর বদ মাযহাবী ও কাফিরের প্রতি **ক্ষোভ** পোষণ করা ওয়াজিব।

ক্ষোভ পোষণকারীরা এই ক্ষতির সম্মুখীন হবে

(১) দোযখে প্রবেশ (২) ক্ষমা থেকে বঞ্চিত (৩) শবে কদরেও বঞ্চিত থাকা (৪) জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না (৫) ঈমান নষ্ট হওয়ার সম্ভবনা (৬) দোয়া কবুল না হওয়া (৭) অন্যান্য গুনাহের দরজা খুলে যাওয়া (৮) তার প্রশান্তি অনুভূত না হওয়া (৯) সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان, আহলে বাইত رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ اَجْمَعِین, ওলামায়ে কিরাম এবং আরবীদর প্রতি **বিদ্বেষ ও ক্ষোভ** পোষণ করা অত্যধিক মন্দ কাজ।

ক্ষোভের প্রতিকার

(১) ঈমানদারদের প্রতি **ক্ষোভ** পোষণ করা থেকে বাঁচার দোয়া করুন।

(২) **ক্ষোভে**র কারণ (রাগ, কু-ধারণা, মদ্যপান, জুয়া ইত্যাদি) দূর করুন।

(৩) সালাম ও মুসাফাহার অভ্যাস গড়ে নিন।

(৪) অযথা চিন্তা ভাবনা ছেড়ে দিন।

(৫) মুসলমানদেরকে **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসুন।

(৬) দুনিয়াবী কারণে **বিদ্বেষ ও ক্ষোভ** পোষণের ক্ষতি সমূহ চিন্তা করুন।

www.dawateislami.net

অপরকে নিজের প্রতি ক্ষোভ থেকে বাঁচানোর পদ্ধতি

(১) কারো কথাকে কেটে কথা বলা থেকে বিরত থাকুন।

(২) কারো ভুল বের করাতে সতর্কতা অবলম্বন করুন।

(৩) সময় ও সুযোগ অনুযায়ী আমল করুন।

(৪) পরামর্শ করা **বিদ্বেষ ও ক্ষোভকে** দূর করে।

(৫) কাউকে সংশোধন করার পদ্ধতি ভালবাসাপূর্ণ হওয়া উচিৎ।

(৬) কারো সম্পর্কের কথাবার্তা চলাকালিন সম্পর্ক না পাঠানো।

(৭) অযথা নিরুৎসাহিত না করা।

(৮) অপরকে না ধমকানো।

(৯) রূহানী চিকিৎসাও করুন।

ভালভাবে বুঝার জন্য কিতাবটি আবারো পাঠ করুন

মাদানী অনুরোধ

"বিদ্বেষ ও ক্ষোভ" কিতাবটি পাঠকারী এবং কিতাবটি দ্বারা উপকৃত হওয়া সকল ইসলামী ভাইদের খেদমতে এর লেখক, অনুবাদক এবং সহযোগীতাকারী সকলের বিনা হিসেবে ক্ষমা ও নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন।

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র

কিতাব	লেখক	প্রকাশনা
কোরআনের অনুবাদ কানযুল ঈমান	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন (ওফাত ১৩৪০ হিঃ)	মাকাতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী
তাফসিরে দুররে মনসুর	ইমাম জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবী বকর সূয়ুতী (ওফাত ৯১১ হিঃ)	দারুল ফিকির, বৈরুত (১৪০৩ হিঃ)
তাফসিরে খাযায়িনুল ইরফান	মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (ওফাত ১৩৬৭ হিঃ)	মাকাতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী
সহীহ বুখারী	ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী (ওফাত ২৫৬ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত (১৪১৯ হিঃ)
সহীহ মুসলিম	ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশাইরী (ওফাত ২৬১ হিঃ)	দারু ইবনে হাযম, বৈরুত (১৪১৯ হিঃ)
সুনানে তিরমিযী	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ তিরমিযী (ওফাত ২৭৯ হিঃ)	দারুল ফিকির, বৈরুত (১৪১৪ হিঃ)
সুনানে ইবনে মাজাহ	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ (ওফাত ২৭৩ হিঃ)	দারুল মারেফা, বৈরুত (১৪২০ হিঃ)
সুনানে আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান বিন আশাআশ সাজসতানী (ওফাত ২৭৫ হিঃ)	দারু ইহইয়াউত তুরাস, বৈরুত (১৪২১ হিঃ)
আল মুয়াত্তা	ইমাম মালিক বিন আনাস (ওফাত ১৭৯ হিঃ)	দারুল মারেফা, বৈরুত (১৪২০ হিঃ)
আল মুসনাদ	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (ওফাত ২৪১ হিঃ)	দারুল ফিকির, বৈরুত (১৪১৪ হিঃ)
আল মুস্তাদরাক	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ হাকেম নিশাপুরি (ওফাত ৪০৫ হিঃ)	দারুল মারেফা, বৈরুত (১৪১৮ হিঃ)
আল মুসান্নিফ	ইমাম আবু বরক আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবী শেয়বা (ওফাত ২৩৫ হিঃ)	দারুল ফিকির, বৈরুত (১৪১৪ হিঃ)
মুওসুআতু ইবনে আবিদ দুনিয়া	হাফেয ইমাম আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন কুরাইশী (ওফাত ২৮১ হিঃ)	মাকাতাবায়ে আসরীয়া, বৈরুত (১৪২৬ হিঃ)
শুয়াবুল ঈমান	ইমাম আহমদ বিন হুসাইন বায়হাকী (ওফাত ৪৫৮ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত (১৪২১ হিঃ)
আল মু'জাতুল আওসাত	ইমাম সুলায়মান বিন আহমদ তাবারানী (ওফাত ৩৬০ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত (১৪২০ হিঃ)
আল জামেউস সগীর	ইমাম জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবী বকর সূয়ুতী (ওফাত ৯১১ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত (১৪২৫ হিঃ)
হিলইয়াতুল আউলিয়া	ইমাম আবু নাঈম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আসফাহানী (ওফাত ৪৩০ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত (১৪১৮ হিঃ)
কানযুল উম্মাল	ইমাম আলী মুত্তাকী বিন হিসামুদ্দীন হিন্দী (ওফাত ৯৭৫ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত (১৪১৯ হিঃ)

www.dawateislami.net

আয যুহুদ	ইমাম হানাদ বিন আস সীরি আল কুফী (ওফাত ২৩৪ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত (১৪০৬ হিঃ)
ফতহুল বারী	ইমাম হাফেয আহমদ বিন আলী বিন হাজর আসকালানী (ওফাত ৮৫২ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত (১৪২০ হিঃ)
ফয়যুল কদীর	আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী (ওফাত ১০৩১ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত (১৪২২হিঃ)
আশিয়াতুল লুমআত	শায়খুল মুহাককীক আবদুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী (ওফাত ১০৩২ হিঃ)	কোয়েটা (১৩৩২ হিঃ)
মিরাতুল মানাজিহ	হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নাঈমী (ওফাত ১৩৯১ হিঃ)	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর
নুজহাতুল কারী	আল্লামা মুফতী শরীফুল হক আমজাদী (ওফাত ১৪২০১ হিঃ)	ফরীদ বুক স্টল, লাহোর (১৪২১ হিঃ)
খুলাসাতুল ফতোয়া	আল্লামা তাহির বিন আব্দুর রশিদ বুখারী (ওফাত ৫৪২ হিঃ)	কোয়েটা
ফতোয়ায়ে রযবীয়া	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন (ওফাত ১৩৪০ হিঃ)	রযা ফাউন্ডেশন, লাহোর (১৪১৮ হিঃ)
বাহারে শরীয়ত	মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী (ওফাত ১৩৭৬ হিঃ)	রযা ফাউন্ডেশন, লাহোর (১৪১৮ হিঃ)
জান্নাতি যেওর	আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী (ওফাত ১৪০৬ হিঃ)	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
কুফরিয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব	আমীরে আহলে সুন্নাত আল্লামা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
শরহে যুরকানী	ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল বাকী যুরকানী (ওফাত ১১২২ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত (১৪১৮ হিঃ)
তারিখে বাগদাদ	হাফেয আবু বরক আহমদ আলী বিন খতিব বাগদাদী (ওফাত ৪৬৩ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত (১৪১৮ হিঃ)
শাওয়াহিদুন নবুয়া	ইমাম আব্দুর রহমান বিন আহমদ জামী (ওফাত ৮৯৮ হিঃ)	মাকতাবাতুল হাকীকিয়া ইস্তাম্বুল (১৪১৫ হিঃ)
সীরাতে মুস্তাফা	আল্লামা আব্দুল মুস্তাফা আযমী (ওফাত ১৪০৬ হিঃ)	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
মিনহাজুল আবেদীন	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ শাফেয়ী গাযালী (ওফাত ৫০৫ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
কিমিয়ায়ে সাআদাত	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ শাফেয়ী গাযালী (ওফাত ৫০৫ হিঃ)	তেহরান, ইরান
দুররাতুন নাসিহিন	ইমাম ওসমান বিন হাসান (ওফাত ১২৪২ হিঃ)	দারুল ফিকির, বৈরুত
তাম্বিহুল গাফিলিন	ফকীহ আবুল লাইস নদর বিন মুহাম্মদ সমরকন্দী (ওফাত ৩৭৩ হিঃ)	পেশাওয়ার

www.dawateislami.net

তাম্বিহুল মুগতারীন	ইমাম আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ শা'রানী (ওফাত ৯৭৩ হিঃ)	দারুল মারেফা, বৈরুত (১৪২৫ হিঃ)
আওয়ারিফুল মাআরিফ	আবু হাফস ওমর বিন মুহাম্মদ সোহরাওার্দী শাফেয়ী (ওফাত ৬৩২ হিঃ)	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত (১৪২৬ হিঃ)
রওযুর রায়াহিন	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন আসাদ ইয়াফেয়ী (ওফাত ৭৬৮ হিঃ)	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত (১৪২১ হিঃ)
তাযকিরাতুল আউলিয়া	শায়খ ফরীদুদ্দীন আত্তার (ওফাত ৬৩৭ হিঃ)	ইন্তিশারাতে গঞ্জিনা, তেহরান (১৩৭৯ হিঃ)
ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ শাফেয়ী গাযালী (ওফাত ৫০৫ হিঃ)	দারু সাদের, বৈরুত (২০০০ ইং)
মজমুয়ায়ে রাসাঈল ইমাম গাযালী	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ শাফেয়ী গাযালী (ওফাত ৫০৫ হিঃ)	দারুল ফিকির, বৈরুত (১৪২৪ হিঃ)
আল হাদীকাতুন নাদীয়া শরহে তরীকাতুল মাহমুদিয়া ওয়াস সীরাতুল আহমদীয়া	মূল: আশ শায়খ যায়নুদ্দীন মুহাম্মদ বিন বীরেআলী আল বরকলী (ওফাত ৯৭১ হিঃ) ব্যাখ্যা: আশ শায়খ আব্দুল গনী বিন ইসমাঈল নাবলূসী (ওফাত ১১৪৩ হিঃ)	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত (১৪৩২ হিঃ)
মুকাশাফাতুল কুলুব	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ শাফেয়ী গাযালী (ওফাত ৫০৫ হিঃ)	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
মলফুয (মলফুযাতে আলা হযরত)	শাহাজাদায়ে আলা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা রযা খাঁন (ওফাত ১৪০২ হিঃ)	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
আল অযীফাতুল করীমা	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা বিন নকী আলী খান (ওফাত ১৪৪০ হিঃ)	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
গীবত কে তাবাকারিয়া	আমীরে আহলে সুন্নাত আল্লামা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
নেকীর দাওয়াত	আমীরে আহলে সুন্নাত আল্লামা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, মদীনাতুল আউলিয়া চট্টগ্রাম
আত্মহত্যার প্রতিকার	আমীরে আহলে সুন্নাত আল্লামা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, মদীনাতুল আউলিয়া চট্টগ্রাম
হায়াতুল হায়ওয়ান আল কুবরা	কামালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন মূসা দামিরী (ওফাত ৮০৮ হিঃ)	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত (১৪১৫ হিঃ)
মাদানী কামোঁ কি তাকসীম	আল মদীনাতুল ইলমিয়া	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
হাদায়িকে বখশীশ	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা বিন নকী আলী খান (ওফাত ১৪৪০ হিঃ)	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
ওয়াসায়িলে বখশীশ	আমীরে আহলে সুন্নাত আল্লামা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	দমাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❊ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন সফর এবং ❊ প্রতিদিন "ফিক্বরে মদীনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্যঃ "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৩৪০৬২
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net